

প্রবাসী ২০২৬

PEOPLE AND PASSION BEYOND BOUNDARIES!



www.BongTales.co.in

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় - পৃ: ৩

এক হুইলচেয়ার যোদ্ধার গল্প: ডঃ সাই কৌস্তুভ দাশগুপ্ত পৃ: ৪

উড়ান — পুজো থেকে শুরু, গল্পটা সারা বছরের! পৃ: ৫

জঙ্গলের কাছে! - রাহুল দাসগুপ্ত পৃ: ৮

Durga's Home Beyond Home - Ramit Mitra পৃ: ১১

Xennial 95 – Beyond 9 to 5 পৃ: ১৪

A Wheatfield with Cypresses: Anushka Choudhury পৃ: ১৬

প্রবাসে পুজো - ডঃ কৌশিক দাশগুপ্ত পৃ: ১৭

পোকার ভূত - অহনা সরকার পৃ: ১৭

মোরকুড়ম্ব - ইন্দ্রাণী মুখার্জী পৃ: ১৯

The Rise of SwayamSiddha in East Bangalore: পৃ: ২৪

অসুর নিধন - রীতা রায় চৌধুরী পৃ: ২৫

আমার পুজোর-একাল সেকাল - তথাগত মুখোপাধ্যায়: পৃ:২৬

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আমাদের জীবনপথের এক চিরন্তন পথপ্রদর্শক - ভাস্করী

রামানুজম: পৃ:২৯

The Journey of Abhinandan Cultural Welfare Trust: পৃ: ৩১

আগমনী - অরিন্দম রায়: পৃ: ৩৪

দূর্গা - তানিশা ঘরামী: পৃ:৩৬

সুবিধা - অমিত লস্কর: পৃ:৩৬

মামা বাড়ির আবদার - হাসিবুর রহমান: পৃ: ৩৮

Sweet Home - Boudhayan Saha পৃ:৪০

SmaranniK: 14 Years of Bengali Theatre Excellence পৃ:৪১

আমার পিসিমা - জবা মুখোপাধ্যায় পৃ:৪৫

EDITOR'S NOTE

27th. September 2026

Volume 2

Durga Puja in Bengaluru is more than just a festival—it is an emotion, an identity, and a journey to reconnect with one's roots. Even far from home, the essence of Bangalians comes alive in this city through the rhythmic beats of the dhak, the aroma of bhog, and the radiant glow of the pandals.

And there is an indomitable spirit to keep Bengali culture and language alive—a mission of which this magazine, Probashi, is but a small part!

In an era where people are increasingly captivated by Reels and Shorts, often neglecting the art of reading and writing, Probashi brings together a group of individuals to showcase their creative works. It features original stories, poems, artwork, and essays, alongside the inspiring tale of an extraordinary person that is sure to uplift us all!

Do let us know what you think! This marks our second year, and with your continued support, Probashi will surely journey on for years to come.

May this digital publication become a timeless keepsake—a symbol of coming together, celebrating, and rediscovering our roots. — Siddharta Saha

(Editor)

Bong Tales From Bangalore

Mail.BongTales@gmail.com

সম্পাদকীয়

বেঙ্গালুরুর দুর্গাপূজা শুধু একটা উৎসব নয় — এটা একটা অনুভব, একটা পরিচয়, একটা শিকড় খোঁজার গল্প। বাড়ি থেকে দূরে থেকেও, এই শহরে ঢাকের তালে, ভোগের গন্ধে, প্যাণ্ডেলের আলোয় — বাঙালিয়ানা নতুন করে বাঁচে।

আর তার সাথেই থাকে বাঙালিয়ানা আর বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার এক অদম্য চেষ্টা! সেই প্রয়াসেরই ছোট্ট অংশ এই ম্যাগাজিন!

আজ যখন রিলিস আর শর্টস এর মধ্যে আটক পরে মানুষ লেখা এবং পড়া ভুলতে বসেছে; তখনই একদল মানুষকে জোগাড় করে তাদের সৃষ্টিকে একটা ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা এই প্রবাসী! রয়েছে মৌলিক গল্প, কবিতা, ছবি, প্রবন্ধ আর আছে এক অনবদ্য মানুষের কথা, যা আমাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে!

আপনাদের কেমন লাগল জানাবেন! এটি আমাদের দ্বিতীয় বছর, আর আপনাদের সাথে পেলো নিশ্চয় বছর বছর চলতে থাকবে প্রবাসী!

এই ডিজিটাল বই হয়ে উঠুক এক চিরন্তন স্মারক — একত্রিত হবার, উদযাপন করার আর আমাদের শিকড়কে নতুন করে চেনার।



— সিদ্ধার্থ সাহা
(সম্পাদক)

বং টেলস ফ্রম ব্যাঙ্গালোর
www.BongTales.co.in



প্রজ্ঞা, সুর আর এক আঙুলে বিশ্বজয়: এক হুইলচেয়ার যোদ্ধার গল্প

কিছু গল্প পড়া যায় না, অনুভব করতে হয়।

একটা ছোট্ট শিশু। বয়স মাত্র সাড়ে তিন মাস। হঠাৎ একটি ফ্ল্যাকচার। তারপর আরেকটি। তারপর আরও একটি। চিকিৎসকেরা জানালেন—এটি সাধারণ রোগ নয়, বিরল ব্যাধি। শরীরের হাড় এতটাই ভঙ্গুর যে সামান্য স্পর্শেও ভেঙে যেতে পারে। স্বপ্নগুলো যেন জন্মের আগেই ভাঙতে শুরু করল।

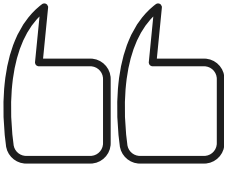
ছোটবেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল নৃত্যশিল্পী হওয়ার। গান ছিল তাঁর প্রাণ। মঞ্চ ছিল তাঁর পৃথিবী। কিন্তু চিকিৎসকের একটাই কথা—"নাচবে না। হাঁটতেও হয়তো বেশিদিন পারবে না।" স্বপ্ন থেমে গেল। কিন্তু মানুষটা থামলেন না।



বছরের পর বছর ধরে ৫০টিরও বেশি হাড় ভেঙেছে। অসংখ্য যন্ত্রনা ও ব্যাথায় মোড়া দিন। মাত্র দশ বছর বয়সে চিরদিনের জন্য হুইলচেয়ার তাঁর সঙ্গী হয়ে যায়। তারপর এল জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়—একটানা ছয় বছর বিছানাবন্দি। এমন এক সময়, যখন নিজের শরীরের একটি মশাও তাড়াতে পারতেন না। বাঁ হাতের একটি আঙুল ছাড়া শরীরের আর কিছুই নড়ত না। কখনও কখনও মৃত্যুকেই সহজ মনে হতো।

কিন্তু ঠিক সেই অন্ধকারেই জন্ম নিল এক নতুন আলো। এক বন্ধু বলেছিলেন, "তোমার তো এখনও একটা আঙুল নড়ে। কম্পিউটার শিখে দেখো।"

অনেকে হয়তো এটাকে ঠাট্টা ভাবতেন। কিন্তু মানুষটি সেটাকেই জীবনের শেষ সুযোগ হিসেবে নিলেন।



ইউটিউব দেখে, অনলাইন কোর্স করে, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে, এক আঙুল দিয়ে মাউস চালাতে শিখলেন। যে কাজ করতে অন্যদের কয়েক সেকেন্ড লাগে, সেটাই করতে তাঁর লাগত পনেরো মিনিট। তবুও তিনি থামেননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—শরীরের সীমাবদ্ধতা কখনও মনের সীমা নির্ধারণ করতে পারে না।

একটি ছোট ডিজাইন। তারপর আরেকটি। তারপর আন্তর্জাতিক প্রকল্প। ধীরে ধীরে বিশ্বের প্রথম সারির বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা। তারপর মোটিভেশনাল স্পিকার। তারপর ভারতের প্রথম বিশেষভাবে সক্ষম হ্যাপিনেস কোচ।

আজ তাঁর বক্তব্য শোনে কর্পোরেট নেতারা, শিক্ষার্থীরা, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন দেশের মানুষ। তাঁর হাসি হাজারো হতাশ মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। কারণ তিনি কেবল সাফল্যের গল্প বলেন না—তিনি যন্ত্রণার ভেতর থেকেও কীভাবে আলো খুঁজে নিতে হয়, সেটাই শেখান। সম্মানিত হয়েছেন জাতীয় পুরস্কারে ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও সুগম্যতা’ ক্ষেত্রে।



অদ্ভুত বিষয় হলো, তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় কোনো পুরস্কার নয়, কোনো পদ নয়, কোনো খ্যাতিও নয়।

তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি এখনও হাসেন।

যে মানুষটি একসময় আকাশ দেখতে পারেননি ছয় বছর, তিনিই আজ লক্ষ মানুষের জীবনে আকাশ খুঁজতে সেখান। যে মানুষটির শরীর ভেঙেছে অসংখ্যবার, তাঁর মন কখনও ভাঙেনি।

তিনি বলেন,

"আমি মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি না। আমি প্রতিদিন নিজের ভয়কে হারানোর চেষ্টা করি। যদি আমি এই অবস্থায় থেকেও হাসতে পারি, তাহলে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষও হাসতে পারে।"

সম্ভবত এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

জীবন আমাদের সবার কাছ থেকেই কিছু না কিছু কেড়ে নেয়। কিন্তু খুব কম মানুষই সেই হারানো স্বপ্নের ভাঙা টুকরো দিয়ে অন্যের জন্য আলো তৈরি করতে পারেন। তিনি সেই বিরল মানুষদের একজন।

তাঁর গল্প আমাদের শেখায়—শক্তি পেশিতে নয়, শক্তি থাকে বিশ্বাসে। অলৌকিকতা শরীরে নয়, অলৌকিকতা লুকিয়ে থাকে মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে। কিছু মানুষ জন্ম নেন নিজের জীবন বদলাতে। আর কিছু মানুষ জন্ম নেন—অসংখ্য মানুষের জীবন বদলে দিতে।

ডঃ সাই কৌস্তভ দাশগুপ্ত সেই দ্বিতীয় মানুষের নাম।



SAI KAUSTUV DASHGUPTA

NATIONAL AWARDEE | CERTIFIED HAPPINESS COACH
TEDX & GLOBAL MOTIVATIONAL SPEAKER | AUTHOR
INTERNATIONAL GRAPHIC DESIGNER | SINGER & COMPOSER
FOURTH GLOBAL ICON IN DISABLE LEADERSHIP | D&I CHAMPION
GUINNESS BOOK, LIMCA BOOK, INDIA BOOK & 16 WORLD RECORDS HOLDER
GOODWILL AMBASSADOR | D-30 LIST UNITED NATIONS | HAPPINESS UNLIMITED

উড়ান — পুজো থেকে শুরু, গল্পটা সারা বছরের!



বেঙ্গালুরুতে বাঙালি হওয়ার অভিজ্ঞতাটা একটু আলাদা।

এখানে পুজোর সময় হঠাৎ করে কত অচেনা মুখ পরিচিত হয়ে যায়। একই মণ্ডপে দেখা হয় অফিসের সহকর্মীর সঙ্গে, পাশের অ্যাপার্টমেন্টের পরিবারের সঙ্গে, বছরদিন পর দেখা বন্ধুর সঙ্গে। ঢাকের আওয়াজ, কাশফুল, ভোগের গন্ধ আর সন্দের আড্ডা—কিছু মুহূর্তের জন্য মনে হয়, কলকাতাটা বুঝি খুব দূরে নেই। উড়ানের ভাবনাটা সেখান থেকেই।

শুধু একটা দুর্গাপুজো নয়। এমন একটা পরিসর তৈরি করা, যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসতে চাইবে। যেখানে সংস্কৃতি থাকবে, গান থাকবে, গল্প থাকবে, নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে। আর থাকবে বাঙালির সেই চিরন্তন আড্ডা।

কারণ পুজো শুধু ঠাকুর দেখা বা অনুষ্ঠান নয়। পুজো মানে একসাথে হওয়া। ঘরে ফিরতে না পারলে নতুন ঘর বানানো।

আর সেই ভাবনাটাকেই একটু বড় করে দেখতে চায় Udaan Socio Cultural Society।

উমা ২০২৬ — প্রথম উড়ান

এই পথচলার প্রথম বড় অধ্যায় উড়ান দুর্গাপুজো — উমা ২০২৬।

১৬ থেকে ২১ অক্টোবর, Whitefield Convention Centre, EPIP Area-তে।

জায়গাটাও খুব সচেতনভাবে বেছে নেওয়া। একদিকে বেঙ্গালুরুর ব্যস্ত IT ও কর্পোরেট জগত, অন্যদিকে অসংখ্য আবাসন, পরিবার আর তরুণ প্রজন্ম। এই শহরের যে মানুষগুলো কাজের সূত্রে এখানে এসেছে, ধীরে ধীরে এখানেই নিজেদের জীবন তৈরি করেছে—উড়ান তাদের সবার জন্যই।

এখানে থাকবে পুজো, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাবার, বন্ধুত্ব আর অবশ্যই আড্ডা।

কিন্তু উড়ানের গল্প ছয় দিনে শেষ হবে না।

পুজোর পরেও দেখা হবে

আমরা চাই, দুর্গাপুজোর পরেও যেন সেই প্রশ্নটা থাকে—

“পরের অনুষ্ঠান কবে?”

সেখান থেকেই Udaan 365।

সারা বছর ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, Bengali Adda, Music Jamming, Literary Meet, Football ও

Cricket Tournament, সামাজিক উদ্যোগ এবং নানা Community Activity।

তরুণদের জন্য থাকবে নিজেদের মতো করে কিছু করার জায়গা। মহিলাদের জন্যও থাকবে নিজেদের উদ্যোগ, নিজেদের মঞ্চ।
অর্থাৎ, বছরে একবার দেখা নয়।
বছরভর একসাথে আড্ডা দেওয়ার অভ্যুত।
কখনও গান নিয়ে।
কখনও বই নিয়ে।
কখনও ফুটবল নিয়ে তর্ক করতে।
কখনও কোনও কারণ ছাড়াই।
কারণ শেষ পর্যন্ত একটা কমিউনিটি শুধু বড় বড় অনুষ্ঠান দিয়ে তৈরি হয় না। তৈরি হয় ছোট ছোট মুহূর্ত থেকে।
প্রথম বছরটা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ
প্রথম বছরেই সবকিছু নিখুঁত হয়ে যাবে—এমন দাবি উড়ানোর নেই।
প্রথম বছরটা হবে একসঙ্গে পথ চলা শুরু করার বছর।
কে গান গাইতে চায়, কে লিখতে চায়, কে খেলতে চায়, কে অনুষ্ঠান করতে চায়, কে শুধু আড্ডা দিতে চায়—সবাইকে নিয়ে ধীরে ধীরে একটা নিজের জায়গা তৈরি করার বছর।
হয়তো আজ যারা পুজোর প্রস্তুতিতে একসঙ্গে কাজ করছে, তারাই আগামী বছর নতুন কোনও অনুষ্ঠান করবে।
হয়তো আজকের কোনও ছোট্ট আড্ডা থেকেই তৈরি হবে নতুন বন্ধুত্ব।
হয়তো কোনও একটা জ্যামিং সেশন থেকে উঠে আসবে নতুন একটা ব্যান্ড।
এই ছোট ছোট গল্পগুলোই একদিন উড়ানোর বড় গল্প হয়ে উঠবে।
উড়ান তাই শুধু একটা পুজোর নাম নয়।
এটা একটা নতুন শুরু।
একটা নতুন শহরে নিজের মানুষ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।
আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধনে নতুন করে পথ চলার চেষ্টা।
আর সেই পথচলা—
শুধু ছয় দিনের নয়।
৩৬৫ দিনের।
উড়ান -
নতুন স্বপ্নের, নতুন পথের।



এখানে আপনার ব্যবসার বিজ্ঞাপন দিতে চান ?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

ইমেল: mail.BongTales@gmail.com

ইনস্টাগ্রাম: [@BongTalesFromBangalore](https://www.instagram.com/BongTalesFromBangalore)

ফেসবুক: [@BongTalesFromBangalore](https://www.facebook.com/BongTalesFromBangalore)

জঙ্গলের কাছে!

রাহুল দাসগুপ্ত

বাঘ দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটা বাইরে থেকে বেশ সহজ মনে হয়। একটা জিপে চেপে জঙ্গলে ঢুকলাম, একটু এদিক-ওদিক তাকালাম, তারপর বাঘ এসে দাঁড়াল, ব্যস, ছবি তুলে বাড়ি ফিরে এলাম।

আসলে ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়।

বাঘের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রথমে আপনাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে। তারপর আপনার সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে কেউ একজন খুব নিচু গলায় বলবে, “আজ বোধহয় কিছু হবে না।” এই কথাটা সাধারণত বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কোথাও একটা হরিণ জোরে ডাকবে।

তারপর সবাই সোজা হয়ে বসবে।

চোখ চারদিকে ঘুরবে।

গাইড ফিসফিস করে বলবে, “Tiger.”

আর সেই মুহুর্তে এতক্ষণ ধরে যে মানুষটি মনে মনে ভাবছিল, আর এই ড্রাই সাফারি করতে আসার দরকার নেই, সেই সবার আগে ক্যামেরা তুলে ফেলবে।

আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

জঙ্গলের এই অপেক্ষাটাই বোধহয় আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। শহরে আমরা সবকিছু তাড়াতাড়ি চাই, চা চাইলে চা, খাবার চাইলে খাবার, গাড়ি চাইলে গাড়ি। মোবাইলের একটা বোতাম টিপলেই পৃথিবী আপনার সামনে হাজির। অথচ জঙ্গলে গিয়ে বুঝি, কিছু জিনিসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।



কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কিছু পাওয়া যায় না।

শুধু শুকনো পাতার গন্ধ, ধুলো, আলো-ছায়া আর দূরে কোনও অচেনা পাখির ডাক। প্রথম দিকে একটু বিরক্তি হয়, কিন্তু পরে সেই বিরক্তিটাও ভালো লাগতে শুরু করে।

আর কোনও কোনও দিন জঙ্গল হঠাৎ দয়া করে।

এই ছবির বাঘটিও তেমনই এক দয়ার মুহুর্ত।

বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য মনে হয়, ক্যামেরা, লেন্স, ছবি, সবই অথহীন। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

তারপর অবশ্য পাশ থেকে কেউ ফিসফিস করে বলে,

“Photo তুলছ না কেন?”



তখন আবার সভ্যতার জগতে ফিরে এসে shutter চাপতে হয়।

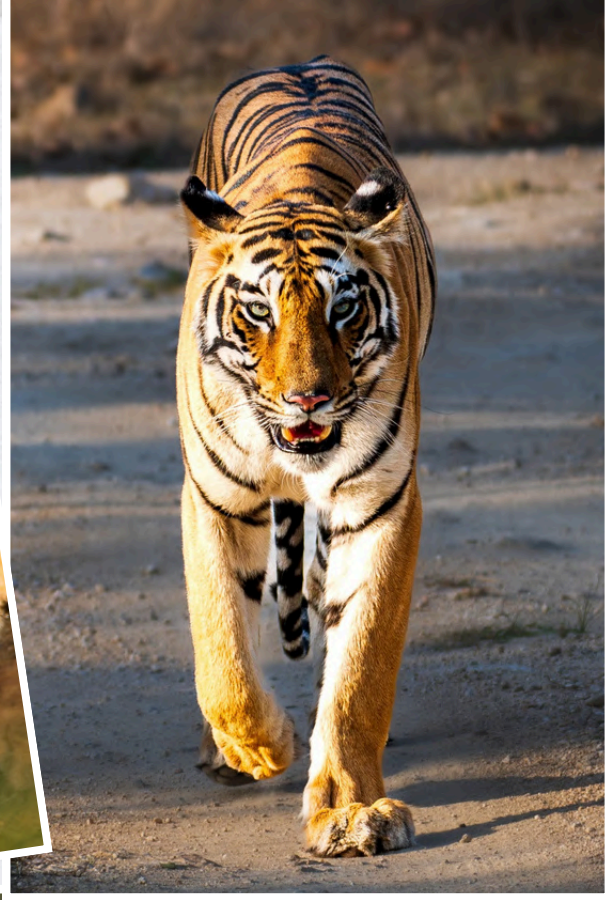
Wildlife photography করতে করতে বুঝেছি, আসলে ছবি তোলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল সেই সময়টাতে জন্য সেখানে থাকা। বাঘ দেখা গেল কি গেল না, ভাল ছবি হল কি হল না এসবের বাইরে জঙ্গল নিজের মতো করে একটা দিন দিয়ে যায়।

কখনও একটা ময়ূর, কখনও ধুলোয় পড়ে থাকা পায়ের ছাপ আর কখনও, হঠাৎ উড়ে যাওয়া পাখির বাঁক।

আর কখনও, একটা বাঘ।

জঙ্গলে বারবার ফিরে যাই তাই শুধু বাঘের জন্য নয়। নিজের কাছেও একটু ফিরে যাওয়ার জন্য।

জঙ্গলে গেলে মনে হয়, এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানোটা মন্দ হয়নি।



রাহুল দাসগুপ্তর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়।
IISWBM থেকে MBA করে বর্তমানে সাপ্লাই চেন
পেশায় কর্মরত। কর্মসূত্রে গত দেড় দশকেরও বেশি
সময় দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে কাটিয়েছেন।
পেশাগত জীবনের বাইরে তাঁর নেশা জঙ্গল, বন্যপ্রাণী
ও ফোটোগ্রাফি। ছবি তোলার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়
লেখালেখির প্রতিও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।



শুভ শারদীয়া 2026



পুজো মানেই
ভালো খাবার



পুজো মানেই
দশকর্মা



Ilish Maach
(ইলিশ মাছ)



Shukto
(শুক্তো)
CUT & COMBO



Raw Rice
(চাল)



Vedic Ghee
(বৈদিক ঘি)



Gondhoraj Lebu
(গন্ধরাজ লেবু)

Jhal Muri
(ঝালমুড়ি)



লতি থেকে
শুক্তো
Cut & Combo



Loti
(লতি)

Aalta Pata
(আলতা পাতা)



Kalo Til
(কৃষ্ণ তিল)



Dhaan
(ধান)



Poncho Sossyo
(পঞ্চপস্য)



Hortuki
(হরতুکی)



Kodi
(কড়ি)



Ghot Gamcha
(ঘট গামছা)



Poite
(পৈতে)



Cheli
(চেলি)



Chaand Mala
(চাঁদ মালা)



Aalta-Sindoor
(আলতা-সিন্দূর)



Sakha-Pola-Noa
(শাখা-পলা-নোয়া)



Ponchoguri
(পঞ্চগড়ি)



Supari
(সুপারি)



Narkel Choba
(নারকেল ছোবা)



Labra
(লাবরা)
CUT & COMBO



DOWNLOAD THE APP



GET IT ON
Google Play



Download on
App Store



8904438942

50% OFF

On Delivery Charge

On Order Above 999/-



DURGA'S HOME BEYOND HOME

● Ramit Mitra ●

For every Bengali settled outside their home state of Bengal, there's a call of homecoming associated with every Pujo knocking at the door. The reminiscing of Puja moments, the glimpse of a pandal and Maa Durga's protima in Bengal, and cherishing the memories passed down always create a melancholy and a mixture of nostalgia. And this is why we resonate more with making Durga a home wherever we go, beyond her home. But what if the Devi herself gets a home out of her place?

To add more context to it, a song you would have been familiar with, having the phrase "Kalighate Ache Kali, Dhakaeshwari Dhakay," was actually an erroneous statement? And yes, the truth is that Dhakeshwari, the presiding deity of Dhaka, behind whose name the national capital has actually got its name, has actually been a long-time resident of Kolkata!

Sounds strange, but like many immigrants during the painful Partition, Devi Durga too bore the pain of Partition. But what reasons really called for this? And what actually compelled Devi Durga to cross the border in reality? Partition had such a widespread impact on almost every aspect of life that even the goddess had to cross the border in a flight.

Dhaka, the capital of Bangladesh, is synonymous with Devi Dhakeshwari, the presiding deity of the city.



Dating back to the 12th century, it is said that Ballal Sen recovered the Devi's idol amid a forest after receiving a dream. So, he established a dedicated temple near his birthplace to glorify the place. Gradually, the temple became immensely important as a pilgrimage site in Bengal, and the place came to be called Dhaka after the goddess, or vice versa. Dhaka became the national capital, and the legacy of Dhakeshwari continued, associated with many folklores and stories of spiritual importance. Pandits claimed that Dhakeshwari has been referred to as an Upapitha according to Peeth Nirnaya Tantra, where the crown of the goddess fell. The popularity of Dhakeshwari kept increasing. To this day, it remains one of the most visited sites in the country every year.

There are stories about how the Dhakeshwari Temple remained a shelter for the locals during times of crisis, including a secret den for participants in the nationalist movement. But with increasing importance and popularity, the Dhakeshwari Temple became a symbol of conquest for the miscreants. So, it had to face a lot of events and invasions, but it resurrected again and again.

But what happened during the 1940s was an incident that led to different circumstances and once again proved the everlasting effect Partition had on human lives. With the announcement of Partition, riots began on both sides, and there was frequent unrest everywhere. The Dhakeshwari Temple witnessed multiple attacks.

Local devotees became tense regarding the protection of the 800-year-old Devi. Secret meetings were conducted, and they finalised a decision. The trustee board decided to shift the Goddess to the heart of the other Bengal, yes, our Kolkata!

Under generous businessman Debendranath Chadhury's personal efforts, a special chartered plane was arranged during the night. With some of the core priests, it landed in Kolkata. The majority of residents of Dhaka were also shifting to West Bengal during the same period of unrest. So, technically, the 800-year-old Dhakeshwari left her presiding land, Dhaka, and the temple remained closed for some time.

A newly made replica statue of the goddess was installed in the temple in Bangladesh. The Dhakeshwari idol remained and was worshipped in the personal house temple of Debendranath Babu for two years in utmost secrecy, to save it from every danger. After two or three years, some normalcy was restored, and a new temple was constructed in the heart of proper Kumartuli, on Durgacharan Road, and the idol was installed there. The temple was named Dhakeshwari Temple, Kumortuli, following its original name. And thus, a new innings began, almost unnoticed, to maintain the secrecy.



Years of the journey continued, and on multiple occasions, the authorities decided to reinstall the deity in Dhaka, but every time, problems prevailed. Kumortuli finally decided to give up when the Dhakeshwari Temple in Dhaka suffered massive damage during the Liberation War in 1971. The Pakistan Army heavily damaged the premises, took over the temple interiors, and made it their storage room.

After the declaration of Independence, the government and locals took charge again, and it took a long time to restore it to what we see today. But that incident created a setback in placing back the original Dhakeshwari idol, and they felt Kumortuli was a safer place for the conservation of this immensely historically significant asset. Dhakeshwari Temple was announced as the national temple, and the government mentored initiatives for its proper functioning and development.

The original 800-year-old, 1.5-foot-tall, precious, one-of-a-kind Mahishasurmardini Durga idol, with two prominent hands and eight comparatively smaller hands in the back, standing on the lion and slaying the asur, better known as Goddess Dhakeshwari, still remains in a comparatively lesser-known temple at Kumartuli, Kolkata.

Artisans of the place follow the ritual of offering Puja to the goddess every year before the onset of the making of the Kathamo of the Durga idol. The same ritual is followed by the Durga Puja organisers of the place too. And with her blessings, they come up with magnificent pandals and idols every year.

The Kumartuli Dhakeshwari Temple is presently facing problems with its maintenance, as the number of descendants has reduced and there are issues regarding the trustee board. Many visitors from Bangladesh visit the place every year during Pujo, as they cannot forget their roots. But the history of Dhakeshwari in Kolkata remains largely unknown to its inhabitants, whose home was left behind, yet who found another in Kolkata. And perhaps, in safeguarding her through the years, Kolkata has kept her home beyond home alive to this day.

Shubho Sharodiya.

এবার দুর্গাপূজা পরিক্রমা প্ল্যান করুন কোনো
Random লিস্ট বা Insta রিল দিয়ে নয়! কারণ

BONG TALES

AND

KOLKATA SHOLOANA

নিয়ে এসেছে

THE MOST AUTHENTIC

BANGALORE DURGA PUJA GUIDE

Interactive
Puja Metro
Map



1-Tap Puja
Finder



Find
Restaurants



Complete
Puja
Directory



Cultural
Event List



Bengali
Shopping
Directory



100% FREE • NO APP NEEDED

Get It From!

www.BongTales.co.in



For More Information Follow us @BongTalesFromBangalore
94800 42609

XENNIAL 95 – BEYOND 9 TO 5



Together for Education, Empowerment and Community Development

Xennial 95 – Beyond 9 to 5 is a collective initiative of the Class X batch of 1995, united by a shared commitment to give back to society, empower deserving students and contribute to community development.

Our Vision

To build an inclusive society where equitable education empowers children, nurtures potential and strengthens communities.

Our Mission

We aim to break down educational barriers and create meaningful opportunities through:

- Scholarships and educational support for deserving students
- Skill development and career mentorship
- Healthcare and community welfare initiatives
- Libraries and learning spaces
- Sustainable community development projects

Our goal extends beyond financial assistance—we strive to build confidence, independence and lasting opportunities.

Our First Initiative – East Medinipur

On 12 September, selective members of Xennial 95 visited schools in Bakcha village, East Medinipur, to understand the challenges faced by students and teachers. At Bakcha 2 Primary School, with approximately 198 students and 9 teachers, we identified several essential needs:



শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে একসঙ্গে

Xennial 95 – Beyond 9 to 5 হল ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের একটি সম্মিলিত উদ্যোগ। সমাজের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা পালন, পিছিয়ে পড়া ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার এক অভিন্ন অঙ্গীকারে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমাদের স্বপ্ন

এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে শিক্ষার আলো সব শিশুকে সমানভাবে আলোকিত করবে, তাদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করবে ও সমাজকে আরও সুদৃঢ় করে তুলবে।

আমাদের লক্ষ্য

শিক্ষার পথের বাধাগুলি দূর করে এবং উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে আমরা আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যেমন

- যোগ্য ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান।
- দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাগত দিক নির্দেশনা দেওয়া।
- স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ।
- গ্রন্থাগার ও শিক্ষার উপযোগী পরিসর গড়ে তোলা।
- সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

- Adequate benches and seating
- Safe drinking water
- Fans in the Mid-Day Meal dining area
- Bookshelves and learning resources

Our Commitment

Xennial 95 intends to support the school in addressing these needs and creating a more comfortable and enriching learning environment.

This initiative marks the beginning of our journey towards sustainable community support, guided by compassion, collaboration and responsibility.

Beyond 9 to 5 : From shared memories to shared responsibility

Three decades after sharing classrooms, friendships and dreams, we are coming together to transform cherished memories into meaningful action.

Together, we aspire to create opportunities, support education and contribute to a better future for the next generation.



আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা এবং ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ গড়ে তুলতে চাই।

আমাদের প্রথম উদ্যোগ – পূর্ব মেদিনীপুর

১২ সেপ্টেম্বর, আমরা Xennial 95-এর কয়েকজন সদস্য পূর্ব মেদিনীপুরের বাকচা গ্রামের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করি। এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করা।

বাকচা ২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে প্রায় ১৯৮ জন শিক্ষার্থী ও ৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন চিহ্নিত করেছি:

- পর্যাপ্ত বেঞ্চ ও বসার ব্যবস্থা
- নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা
- মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গায় পাখার ব্যবস্থা
- বই রাখার তাক ও শিক্ষামূলক উপকরণ

আমাদের অঙ্গীকার

Xennial 95 বিদ্যালয়ের এই প্রয়োজন গুলি পূরণে সহায়তা করার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও আরামদায়ক, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে চায়।

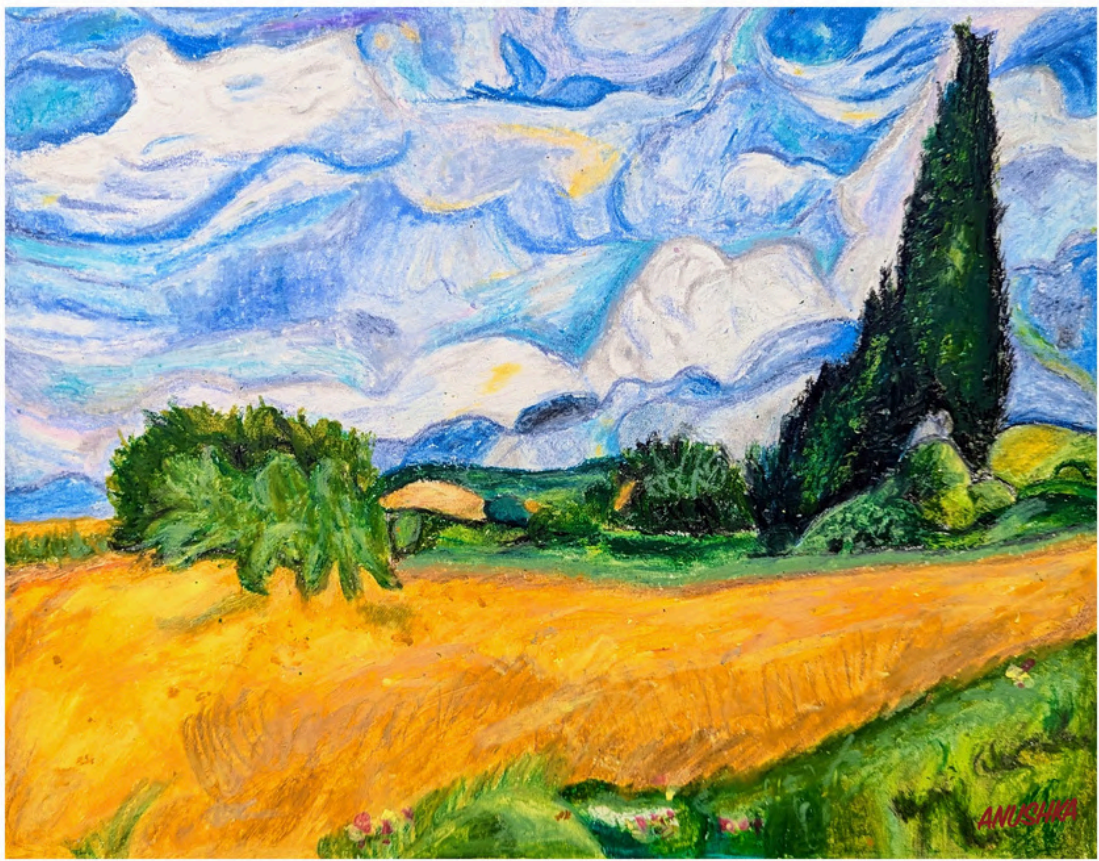
এই উদ্যোগ আমাদের সমাজকল্যাণমূলক এক যাত্রার সূচনা। সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতাকে পথপ্রদর্শক করে আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

Beyond 9 to 5: বন্ধুত্ব থেকে দায়বদ্ধতার যাত্রায়

একসঙ্গে শ্রেণিকক্ষে বসা, বন্ধুত্ব ও স্বপ্ন ভাগ করে নেওয়ার তিন দশক পর আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। এবার আমাদের প্রিয় স্মৃতিগুলিকে অর্থবহ কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকারে।

আমরা একসঙ্গে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে, শিশুদের পাশে দাঁড়াতে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য আরও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চাই।





A Wheatfield with Cypresses - a famous painting by Van Gogh, considered by the painter himself as one of his best summer paintings. Beneath a dramatic sky, filled with moving clouds, lies a vast golden field, guarded by a solitary cypress tree. The painting symbolizes three states of the human mind: calmness, anxiety and resilience.

ANUSHKA CHOUDHURY

Class VII

Whitefield, Bangalore

প্রবাসে পুজো

~ ডঃ কৌশিক দাশগুপ্ত, বেঙ্গালুরু

শহরটা কলকাতা নয়,
তবু পুজোর গন্ধটা ঠিক চেনা
ধূপের ধোঁয়া, ঢাকের আওয়াজ,
আর কাশফুলের কথা মনে পড়া।

এখানে পুজো মানে
ছুটির দিনে একসঙ্গে হওয়া,
অচেনা শহরে পরিচিত মুখ,
“কেমন আছিস?” বলে জড়িয়ে ধরা।

ভোগের লাইনে দাঁড়িয়ে
কে যেন বলে “আর একটু দাও,”
সিঁদুর খেলায় হেসে ওঠে সবাই,
মনে হয়, পাড়ার সেই পুরোনো গলিটাই তো ঐকে নাও।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে
হঠাৎ মনে পড়ে যায় বাড়ি,
বাবার বারান্দা, মায়ের রান্না,
শিউলি ভেজা ভোরের সেই স্মৃতি ভারী।

প্রবাসে পুজো তাই শুধু পুজো নয়,
এ এক টুকরো বাংলা বুকে নিয়ে চলা
দূরত্ব যতই থাক,
মা এলে বাঙালির মনটা
আবার নিজের ঘরেই ফিরে যায়।

পোকার ভূত

~ অহনা সরকার, পশ্চিমবঙ্গ

ড্রাইফ্রুট বিক্রির প্যাকেটগুলো পড়ে আছে, ফাঁকা।
প্যাকেটগুলোর ভেতর পোকার বাসা করেছে। কত
রঙের যে পোকা! আলো কাছে নিয়ে গেলে ওরা নড়ে
চড়ে অস্থির

আলোর কাছে তখন সবাই।
দুহাতে তখন প্লাস্টিক ফাটিয়ে দিতে হয়! মৃত।
হা হা হা
মৃত পোকারা সব আলোর নিচে গায়ে হাতে মাথায় ঘরে
শহরে
পোকাদের ভূত তারপর

আপনি হয়ত চা বসিয়েছেন, এলাচ খোলা ছাড়িয়ে তার
দানা
আ হু! ধোঁয়ায় আঃ! গন্ধ উঠবে। আশ্বাস -
একমুঠো দলা, পোকার নানা রঙ আছে, বিভিন্ন তারা
তখন জানলা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে আলোর কাছে, চায়ের
জলে
এলাচ হাতে আপনি স্ট্যাচু
হা হা হা

পোকারা মরে যাবার পরও আলো র চারপাশে আপনার
মাথার ভেতর চোখে নিঃশ্বাসে
ধুকধুক
ঘুরতে সর্বত্র থাকে



— Dr. Kaushik Dasgupta, Bengaluru —



Ananda Ice Cream™



We will be there in:
Udaan Socio Cultural Society Durga Puja 2026
Date: October 16th - October 21st, 2026
Venue: Whitefield Convention Centre
(opposite Nallurhalli Metro Station)
Bengaluru, Karnataka

and in:
RT Nagar Socio Cultural Trust
(Largest Bengali Association of Bangalore)
Event: The Famous Palace Ground Durga Puja
Location: Gate-9

A Taste of Tradition in Bengaluru

VISIT US AT: 800,9A Main Paramhansa Yogananda Road,
Double Road, Bengaluru 560038



Ananda Facebook



মোরকুড়ম্ব

● কলমে - ইন্দ্রাণী মুখার্জী। ●

"আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন--
সে কি অমনি হবে।
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন--
সে কি অমনি হবে॥"

গানের কলিটা মাথার মধ্যে নড়েচড়ে জানান দিচ্ছে, রাগটা এখনও পড়েনি। মাথার রগটা দুহাতে চেপে, ঝটপট হাতের ফাইলটা দেখা শেষ করে নেন সায়ন্তনী। ছুটির ঘন্টা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু তাঁর কথা আলাদা। প্রায় সবাই বাড়ি চলে গেলেও কাজ শেষ না হলে তাঁর ছুটি নেই। একে এতোবড় স্কুলের দায়িত্ব, তার মধ্যে পঞ্চাশ পেরোতেই নানান শারীরিক সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে, এই নতুন উপদ্রব। অতীশ কে আর পোষাচ্ছে না তাঁর। চিরটাকালই তাঁরা পছন্দ-অপছন্দের দিক থেকে দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। তবুও মেয়েটা যদিও ছিলো, দুজনেই মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিলেন, কিন্তু আজকাল কথা কিছু থাক বা না থাক, কথা কাটাকাটিটা লেগেই আছে। মেয়ে আবার আদিখ্যেতা ক'রে নাম দিয়েছে টম অ্যান্ড জেরী।

তাঁর চলন বলন অতীশের সহ্য হলেও হতে পারে, কিন্তু অতীশের আচরণ আর মেনে নিতে পারছেন না তিনি। Just পোষাচ্ছে না!!

পোষাচ্ছে না কথাটাও আসলে একটু রেখেচেকে, ভদ্রভাবে বলা। সায়ন্তনী ঐ মানুষটার সাথে, এক ছাদের নীচে আর একটা রাতও কাটাতে চান না।

তাঁদের কারোরই এই বন্দোবস্তে খুব একটা অসুবিধা হবার কথাও নয়। একমাত্র মেয়ে অতসী, ব্যাঙ্গালোর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে। বন্ধুদের সাথে হস্টেলে থাকে। বছরে দুবার ক'লকাতায় আসে। আর তখনও তো আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেই দিন শেষ। বাপ-মার সাথে বেশী সময় কাটানোর মতো তার হাতে সময় কৈ?

আর রইল পড়ে "পাছে লোকে কিছু বলে"র ভয়??

সে ভয় সায়ন্তনী জীবনে কোনদিনই পাননি।

বরাবরই তিনি নিজের জীবন নিজের মতো করে কাটানোয় বিশ্বাসী। স্বাধীনচেতা, মুক্তমনা, পরিশ্রমী।

রাগটা এবার ঘুরেফিরে নিজের উপর এসে পড়লো তাঁর। কোন কুক্ষনে এই অলস, একগুঁয়ে, গোঁয়ার ছেলেটিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি??

এত লেখাপড়া শিখে, সরকারি স্কুলে চাকরী করে লাভ কি হলো, ছেলেমানুষীতে ভরা অতীশের গৃহিনী হয়ে??

অতীশের সাথেই আরো দুটো সম্বন্ধ এসেছিলো তাঁর।

আচ্ছা! কোন নির্দিষ্ট একজনের মুক্ততায় নিজেকে হারালে আর কি কাউকে ভালো লাগে?? তাঁর ও লাগেনি।

মানুষ চিনতে ডাঁহা ঠকেছেন সায়ন্তনী মিত্র।

অতীশ কায়দা করে, নিজেকে চৈত্র সেলের, ভালো চকচকে মোড়কে মোড়া, খারাপ মালের মতোই গছিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

চিন্তায় বাধা পড়লো ড্রাইভার মহাদেব এর ডাকে।

"বাড়ি যাবেন না মেমসাব?"

বাড়ি?? কোথায় সেই দুস্প্রাপ্য যায়গা??

অতীশের সাথে তো তিনি জেলখানায় থাকেন।

মুখে বলেন "চলো"।

অতীশ হয়তো বা আঁচ করতে পেরেই আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে বাড়িতে। তার সাদা ফিনফিনে পাজারী, আর গা থেকে ভেসে আসা হাল্কা ওডিকোলোনের গন্ধটা, ভালোই লাগলো

সায়ন্তনী। অতীশের চোখগুলো কি মায়াবী; যেনো বহুযুগের ওপার অবধি দেখতে পায় সে, তার ঐ ভাসা ভাসা চোখ দুটো দিয়ে।
হলঘরের বড়ো সোফাটায় এলিয়ে বসে সে যেন সায়ন্তনীর আসার জন্যই পথ দেখছিলো।

উফ!! যত বয়স বাড়ছে ভীমরতিতে ধরছে কি তাঁকে?? এসব কি আলটপকা ভাবনায় মশগুল তিনি?

রগটা দপদপ করে জানান দিলো, অতীশ যতোই ফুলবাণি সেজে, আর কথার জারিজুরিতে ভোলাক, আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার! হয় সেপারেশান নয় ডিভোর্স!!
কাজের কথার মাঝে এসব ওডিকোলোন/পান্সার/মায়াবী চোখ নিয়ে ঘেঁটে গেলে, আজ ও আবার আটকে যাবেন, সেই একই গতানুগতিকতায়।

"আজ এত আনমনা যে, স্কুলে অনেক কাজ ছিল বুঝি বড়দিদিমনির?? নাকি ছাত্রীরা আর পাস্তা দিচ্ছে না?"

মুখটা অমন হাসিহাসি কেনো অতীশের?

তলেতলে নিশ্চিত কিছু জঘন্য ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে!

সায়ন্তনীকে, কে পাস্তা দিলো আর কে দিলো না, তাতে ওর কি যায় আসে??

বৌকে সে নিজেই বিশেষ পাস্তা দেয় কি?

কাল যখন উত্তাল ঝগড়ার মাঝে, শুধু একটু দম নিতে আর জল খেতে থেমেছে সায়ন্তনী, অসভ্যের মতো দাঁত চিপে চিপে বলেনি অতীশ- "ওহো! আমি তো ভুলেই গেছিলাম- ঝগড়া করাটা তো কারো কারো জন্মগত অধিকার, আবার কারো কাছে বিলাসিতা!!"

ক্ষণিকের অসতর্কতায় হেরে গিয়ে, কাল মশারি টাঙাতে হয়েছিল তাঁকেই।

এই লোকটার এটা অবশ্য একটা বড় গুণ।

কিরকম অবলীলায় হাসতে হাসতে আর একটা মানুষকে তিত্তিবিরক্ত করে ফেলতে পারে..

এখনো কথাগুলো মনে করে তেঁতো হয়ে যাচ্ছে সায়ন্তনীর মুখটা। চাইলেই অতীশ শুধুমাত্র টেরাব্যাকা কথা বলে মানুষ খুন করতে পারে, বলেই তাঁর বিশ্বাস।

যাক গে! কাজের কথায় আসা যাক।

এই মুহূর্তে এক কাপ চা বড় জরুরী ছিলো, কিন্তু কালকের ভুলের পুনরাবৃত্তি আর নয়। আজ আগে কথা, পরে কাজ। সব মনের মধ্যে অব্যক্ত শব্দগুলোকে কজা করছেন, মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের দুঁদে বড়দিদিমনি.. এরই মাঝে নৈশক্য ভেঙে অতীশই মুখ খুললো আবার, "শোনো ননী, বেশী কথা বাড়াবো না, তোমার সাথে আর just থাকা যাচ্ছেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, তুমি একতলাটা নাও, রান্নাঘরটা ওখানেই। তুমি ঘটির মেয়ে, পেটরোগা!, বোলভাত রাঁধো, খাও, স্কুলে যাও।"

"আমি কষ্ট করে, swiggy/zomato দিয়ে দোতলায় চালিয়ে নেবো।"

"কিন্তু নিজগৃহে এভাবে পরবাসী হয়ে আর থাকবো না।"

কানে কি ভুল শুনছেন সায়ন্তনী??

এসব হাবিজাবি কি বলছে লোকটা?

কাল রাতের ঝগড়ার ডোজটা কি বেশী হয়ে গেল??

রাগের মাথায় একবার বলেছিলেন বটে-ডিভোর্স চাই! সে তো আগেও কতবার...

কান্নাটা ডেলা পাকিয়ে উঠে আসতে চায়, বুকের মধ্যে থেকে।

২৪ বছরের দাম্পত্যে এই ২য় বার পায়ের তলার মাটি যেন দুলে উঠলো তাঁর।

(বছর ২৪ আগের এক সন্ধ্যা..)

হানিমুনে লাক্ষাদ্বীপ বেরিয়ে ফেরার পথে চেন্নাইতে stop-over।
অতীশের পড়াশোনা চেন্নাই ম্যাথেমেটিকাল ইন্সটিটিউট থেকে হবার সুবাদে, চেন্নাই তার ভালো রকম চেনা।

নতুন বৌ এর রান্নার শখ আছে জানতে পেরে, সে অতি উৎসাহিত হয়ে গল্প করেছে, তার পছন্দসই নানান খাবারের। তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে "মোরকুডম্বো"।
আজ অতীশ, সাযন্তনী কে প্রথমবার খাইয়েছে সেই অশ্রুতপূর্ব খাবার তার পছন্দের অন্ধ্র মিলস এর দোকানে; আর এখন রেস্টোরাঁর বাইরে দাঁড়িয়ে, টিপিটিপ বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, তাকিয়ে আছে নবপরিণীতার মুখের দিকে, তার কেমন লেগেছে জানতে??
সায়ন্তনী এখনও বিশেষ বোঝেনি, এই "কারহি"র মতো রান্নাটায় অমন সাংঘাতিক পছন্দের আছোট কি??

তবু নতুন বর কে খুশি রাখতেই হয়তবা, বল্লো- "ভালোই তো!!

বেশ টকটক, হাল্কা রান্না"

-"বানাতে পারবে??"

-"একবারে কি আর পারবো? তবে চেষ্টা করতে পারি"।

-"বেশ! বেশ! চেষ্টাটাই বড়ো কথা, আমার জানো তো অনেক দোষ, আমি লোকটা বোধহয় খুব একটা ভালো নই, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করবো, তোমায় খুশি রাখতে।"

তারপর কতবার একা/দুজনে মিলে রান্নাটা বানাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা, একবার ও সেরকম হয় নি।
কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন অনুযোগ করেনি অতীশ। কলকাতায় কোনও ভালো তেলগু রেস্টোরাঁও খুঁজে পান নি, যেখানে আর একবার খেয়ে স্বাদটা ঠিক করে বুঝে নেবেন।
অতসীর ব্যাঙ্গালোরে অ্যাডমিশানের পর দুটিতে মিলে গেছিলেন চেন্নাই ঘুরতে। টি নগর খুব একটা পরিবর্তিত না হলেও, দোকানটা আর খুঁজে পান নি তাঁরা।
যা না পাবার তা কি হাজার খুঁজলেও মেলে??
এতদিনে মানুষটার খুব একটা দোষ তো খুঁজে পান নি তিনি।
রাগ, ঝগড়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে জানেন দোষ দুজনেরই সমান সমান, বা তাঁরই একটু বেশী।

আর অতীশ কথার খোঁচা দেয় ঠিকই, কিন্তু গত ২৪ বছরে, প্রায় এক-দেড় ডজন ডিভোর্স এর প্ল্যান কি তিনি ও বানান নি??

তাঁদের চেনাজানা সবাই মানে, সাযন্তনীর দোষ থাকলেও থাকা সম্ভব, কিন্তু অতীশ ঈশ্বরতুল্য!

তবে কি??

এতদিনের ভালোমানুষীটা আসলে খোলস??

Swiggy/zomato র পর এসে দোতলায় থাকা শুরু করবে, তাঁর সতীন??

ওরম সৌম্য, শান্ত, স্থিতধী মানুষের পেটে পেটে এতো??

ছি! ছি! ছি!

আর ভাবতেই পারছেন না সাযন্তনী।

অতসীর মুখটা মনে পড়তেই বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাস নামলো গালবেয়ে।

দুদিন বাদে নববর্ষের দিন মেয়েটা আসছে, এ দুঃসংবাদ তাকে দেবেন কি করে??

কোনোরকমে বাইরের জামাকাপড় বদলে, অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছেন

সায়ন্তনী। সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ভেসে আসছে পুরানো দিনের কথাগুলো, মধুচন্দ্রিমায় আদরে



সোহাগে ভরিয়ে দেওয়া- অতীশ, অতসীর জন্ম হবার পর দায়িত্ববান বাবা-অতীশ, সায়ন্তনীর মা চলে যাবার পর একাই তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রাখা অতীশ...

সবই ইলিউশ্যান??!!

সব মিথ্যা!

রাগ কি মানুষের হয় না?

অতীশ এতোদিন ধরে তাকে এই চিনলো??

একবার তাঁর অভিমানটা বুঝলো না?

চা এর কাপ হাত, ঘরে ঢুকলেন অতীশ... যেন কিছুই হয় নি, এমনভাবেই, আলোটা জ্বালিয়ে বললেন..

"ননী ওঠো, তৈরী হয়ে নাও, দুদিন বাদে নববর্ষ, এবার তো মেয়েও আসছে, বাজার-হাট করবে না?

হয়তো চৈত্রসেলে এবার সত্যিই ভালো কিছু পেয়ে গেলে।

আর ভয় কি তুমি একাই দেখাতে পারো? আমি দেখালেই দোষ?

তাও দেখো, আজ আমিই চা ক'রে এনেছি। আরে কাঁদছো নাকি? ধুর! পাগলি, swiggy/zomato

ওয়ালাদের সাথে ঝগড়া করা যায় নাকি??

শোনো ভালো একটা অন্ধ রেস্টোরার খোঁজ পেয়েছি। আর রাগ করে থেকো না।

আজ আমার সঙ্গে, আরেক বার মোরকুড়ম্বো খাবে ননী??"

ডুকরে কঁদে উঠলেন সায়ন্তনী, ঋজু অতীশকে জড়িয়ে ধরে, কাঁদতে কাঁদতেই বলে

উঠলেন.. "খাবো! খাবো! খাবো! আর নববর্ষে আর একবার নতুন করে চেষ্টা করবো-ঠিক তোমার মনের মতো করে মোরকুড়ম্বো রাধাঁ।"

বি.দ্র-সব চরিত্র কাল্পনিক হলেও, অতীশ-সায়ন্তনী কিন্তু এখনো সেই আগের মতোই চুলোচুলি করে, আর মোরকুড়ম্বোটা এই নববর্ষেও ঠিক সেই রকম ভালো হয় নি।

এবার পুডোতে পড়ুন



Born from the fire of revolution, the Rebels of Bengal collection is a tribute to the unsung heroes of India's fight for independence.

Wear the stories of the brave hearts who defined an era of courage, sacrifice, and unbreakable spirit. Explore high-quality, history-inspired apparel designed for the modern-day nomad.



- 180 GSM, 100% pure cotton
- Classic regular-fit round-neck.
- Free Domestic Shipping.
- COD Available (For selected regions)
- Pair with denim or cargo
- Buy one for Rs799, two for Rs 1400

WWW.BONGTALES.IN



WHERE CULTURE MEETS CONVICTION

The Rise of SwayamSiddha in East Bangalore

A women-led trust is rewriting what community means for Bangalore's Bengali diaspora, one initiative at a time

There is a particular kind of longing that every probashi Bengali in Bangalore knows. It arrives uninvited on autumn evenings, when the air back home begins to carry the first whisper of dhunuchi smoke. It settles in quietly during Mahalaya, when you wake up early, play Birendra Krishna Bhadra on your phone, and realise you are doing it alone in a flat 2,000 kilometres from the Hooghly. For years, East Bangalore's Bengali community navigated this distance privately. Small pujas in apartment clubhouses. Bhog shared among a dozen families. Culture practised in pockets, never quite at scale. No single platform large enough to say: this is who we are, and we are here. SwayamSiddha Socio Cultural Women's Trust was born to change that

More Than a Puja Committee

Established in 2026, SwayamSiddha (SSCWT) is a registered, women-led socio-cultural trust headquartered in East Bangalore. But to call it just another cultural organisation would be to miss the point. SwayamSiddha is built on a conviction: That the women who hold communities together should also be the ones leading them. The trust operates across four pillars. **Srijoni** focuses on women, enterprise and leadership: Promoting women-led businesses, bringing accomplished women leaders to speak, and creating mentorship pathways for entrepreneurs who have the skill but not always the spotlight. **Culture and Community** anchors Bengali identity through festivals, art and shared rituals. **Youth and Engagement** runs workshops to keep younger generations connected to their roots. And **Health, Welfare and CSR** extends the trust's work into rural medical drives and welfare initiatives beyond the festive calendar.

The Durga Puja That East Bangalore Has Been Waiting For

This October, SwayamSiddha takes its most ambitious step yet: East Bangalore's inaugural large-scale Durga Puja Utsav 2026, scheduled from 16 to 20 October (21 October complimentary) at Sumadhura Banquet Hall, Kannamangala. Running 11 AM to 10 PM across six days, the trust expects over 15,000 visitors and 3,500+ families. The vision is to create a Puja that feels like homecoming rather than spectacle: Where the dhak resonates with the same authority it does in a North Kolkata para, where the bhog tastes the way your Thamma made it, and where the anjali carries the weight of genuine devotion.

Women-Led, Community-Built

At SwayamSiddha, “women-led” is not a brochure line. The trust was conceived, governed and operated by women who bring professional experience from education, healthcare, business and the arts. And while women lead the charge, the men in the community stand shoulder to shoulder with them, contributing invaluable support at every step. SwayamSiddha is women-led, but it is community-built

Building for the Long Term

The Puja will attract the most attention this year, but the trust’s founders are clear that it is a milestone, not the mission. Workshops continue year-round. Medical camps serve rural communities beyond the festive calendar. Mentorship networks grow quietly between headlines. What SwayamSiddha is building is not a single event. It is an institution: A permanent, accountable body that gives East Bangalore’s Bengali community a home base where culture is celebrated, enterprise is nurtured, and the next generation inherits not just rituals, but reasons for those rituals. For the probashi Bengali families who have made Bangalore home, SwayamSiddha is extending something more valuable than a Puja invitation. It is extending belonging. This October, East Bangalore gets its homecoming.

অসুর নিধন

রীতা রায় চৌধুরী

হোয়াইটফিল্ড, বেঙ্গালুরু

সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে

আবার এসেছে শরৎ।

হাওয়ায় তাই হিমের পরশ,

মাঠ ঘাট পথ নদী গিরিতট

আনন্দে ভাসে।

শিউলি ফুলের গন্ধে আকুল বনাঞ্চল।

শরতরানীর বীণার সুরে

কাঁপন জাগে ধানের ক্ষেতে

বাপের ঘরে আসছে উমা একটি বছর পর।

কুমোরটুলির পটুয়ারা সব রঙ তুলিতে মাতে,

মায়ের চোখ প্রাণ পাবে

এবার তাদের হাতে।

সব কিছুই চলে কালের নিয়মে,

যেমনটি হতো আগে।

তবুও কী এক বেসুরো তান

বুকের গভীরে বাজে।

কেন গো মা, অসুর নিধন

শুধু স্বর্গ রাজ্যেই হয়?

ধরার বুকে অসুর সব

কেমন দিব্যি থাকে।

মনে তাই প্রশ্ন জাগে মা গো

এদের নিধন কবে হবে

কোন্ শারদ প্রাতে?

আমার পুজোর-একাল সেকাল

তথাগত মুখোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে আবার বছরের সেই সময়টা চলে এল, যার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে আপামর বাঙালি। দুর্গাপুজো—বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, এই সময় এলেই প্রত্যেক বাঙালির মন যেন আনন্দে নেচে ওঠে। আট থেকে আশি—সকলেই যেন এই ক’দিনে সারা বছরের আনন্দ আর অক্লিভেন সঞ্চয় করে নেয়। আদ্যন্ত বাঙালি হিসেবে আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

তবে আমার কাছে পুজোর অর্থ সময়ের সঙ্গে অনেকটাই বদলে গেছে। ছেলেবেলার দুর্গাপুজো আর আজকের দুর্গাপুজো—দুটো যেন সম্পূর্ণ আলাদা। একসময় ছিলাম পুজোর দর্শক; আজ বেঙ্গালুরুর একটি দুর্গাপুজোর অন্যতম আয়োজক। তাই পুজোর উন্মাদনা, আনন্দ, এমনকি দায়িত্বের সংজ্ঞাও বদলে গেছে। কোন সময়টা বেশি প্রিয়, তা বলা কঠিন। দুটোরই নিজস্ব আনন্দ আছে।

প্রায় অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি সময় ধরে দুর্গাপুজো দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন পিছন ফিরে তাকাই—প্রথম চার-পাঁচ বছরের স্মৃতি অবশ্য বাদই দিলাম—তখন বুঝতে পারি, শুধু কলকাতার নয়, বেঙ্গালুরুর দুর্গাপুজোরও কত পরিবর্তন হয়েছে। সেই বদলে যাওয়ার গল্পই আজ একটু স্মৃতি রোমন্থন করে লিখতে বসা।

পুজোর আগে পুজো

বাঙালির পুজো শুরু হয় কখন? ষষ্ঠীর দিন? মহালয়ায়? বিশ্বকর্মা পুজোয়?—না, কোনোটাই নয়। আসল পুজো শুরু হয় তারও মাস দুয়েক আগে, পুজোর বাজার দিয়ে। আজ কলকাতা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকেও দিব্যি বুঝতে পারি—গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট, হাতিবাগানে ভিড় জমতে শুরু করেছে, যদিও পুজোর এখনও অনেক দেরি। নতুন জামা, নতুন জুতো, মেয়েদের শাড়ি, তার সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ, প্রসাধন—এসব ছাড়া বাঙালির পুজো যেন সম্পূর্ণ হয় না। সারা বছর সংসারে টানাটানি থাকলেও পুজোর সময় সন্তানকে অন্তত একটি নতুন জামা কিনে দেওয়ার চেষ্টা করেন অনেকেই। এই ইচ্ছেটাই বোধহয় পুজোর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য।

আমার ছোটবেলার পুজোর কেনাকাটা অবশ্য ছিল অনেকটাই সাদামাটা। আমরা ছিলাম সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। বাবা ছিলেন রাজ্য সরকারের একজন সাধারণ কর্মচারী। স্বাচ্ছন্দ্যের সংজ্ঞা ছিল সাধের মধ্যেই সুখ খুঁজে নেওয়া।

ছোটবেলায় খুব কমই রেডিমেড জামা পরেছি। বাবার



বিশ্বাস ছিল, দর্জির বানানো জামাই ভালো এবং টেকসই। তাই পুজোর উত্তেজনা শুরু হতো অনেক আগেই। কাপড়ের দোকান থেকে থান বেছে কেনা, তারপর সেই কাপড় নিয়ে দর্জির দোকানে যাওয়া—এটাই ছিল পুজোর প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। ভালো দর্জির পুজোর এক মাসেরও বেশি আগে অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিতেন। ফলে কখন অর্ডার দিতে হবে, সেটাও ছিল পুজোর প্রস্তুতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আজকের অনেক বাচ্চাই হয়তো এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত নয়। অনলাইন শপিং আর শপিং মলের যুগে মাপ দিয়ে জামা বানানোর চল অনেকটাই কমে গেছে। তাই পুজোর আগে নতুন জামা নিয়ে সেই ধীরে ধীরে জমে ওঠা উত্তেজনাটাও যেন অনেকটাই হারিয়ে গেছে।

আর এখন? আমার কাছে পুজোর ঘণ্টা বেজে যায় এপ্রিল-মে মাসেই। তখন শুরু হয় HCWA-র বাজেট, পরিকল্পনা, অনুষ্ঠান আর মহড়া। গত বছর থেকে আমরা নাটকও মঞ্চস্থ করছি। সেই সুবাদে এই অধমেরও সংলাপ মুখস্থ করা আর মহড়া দেওয়া শুরু হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই।

একসময় পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হতো নতুন জামার কাপড় কিনে। আজ শুরু হয় মিটিং, বাজেট, মহড়া আর পরিকল্পনা দিয়ে। সময় বদলেছে, পুজোর রূপও বদলেছে। কিন্তু অপেক্ষাটা আজও একই রকম।

পুজোর ঠাকুর দেখা

ছোটবেলায় আমার ঠাকুর দেখা শুরু হতো ষষ্ঠীর দিন বিকেল থেকে। এখন তো মহালয়া থেকেই মানুষ ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ে! আমাদের সময়ে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকেই আসল ঠাকুর দেখা শুরু হতো। তখন অবশ্য অনেক প্যাণ্ডেলই পুরোপুরি তৈরি হয়ে উঠত না।

আমার মামারবাড়ি ছিল বাগবাজারে। ষষ্ঠীর দিন আমরা সবাই সেখানে জড়ো হতাম। বাবা অফিস করে সোজা চলে আসত।

তারপর প্রায় ১০-১২ জন মিলে শুরু হতো আমাদের ঠাকুর দেখার অভিযান।

প্রথম গন্তব্য মহম্মদ আলী পার্ক। সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার তুলনায় উত্তর কলকাতাতেই যেন বড় পুজোর সংখ্যা বেশি ছিল।

মহম্মদ আলী পার্কের পুজোতে প্রতিবারই থাকত নতুন ভাবনা—কখনও দেবী শান্তির প্রতীক, কখনও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সেখান থেকে পার্কের পিছনে ছোট্ট একটি পুজো—‘অকাল বোধন’। সেখানে মা দুর্গা আসতেন না তাঁর চিরচেনা সন্তানদের নিয়ে; থাকতেন রাম, লক্ষ্মণ, হনুমানের সঙ্গে। ছোটবেলার চোখে সেটাও ছিল একেবারে অন্যরকম আকর্ষণ।

তারপর কলেজ স্কোয়ার। লেকের চারপাশে আলোর খেলা—কোথাও পাখি উড়ছে, কোথাও জোকারের খেলা, কোথাও মাছ জলে ডুব দিচ্ছে। সেইসব দেখে আমাদের আনন্দের শেষ থাকত না। তারপর কাশীবাস লেন, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং, তরুণ স্পোর্টিং—সবশেষে শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুর দেখে শেষ হতো ষষ্ঠীর অভিযান।

পুজোর আরেক দিন ঠাকুমাকেও নিয়ে বেরোতাম ঠাকুর দেখতে। বয়সের কারণে বেশি হাঁটতে পারতেন না, কিন্তু উৎসাহ ছিল প্রবল। আমাদের পরিচিত এক রিকশাওয়ালার রিকশায় তাঁকে নিয়ে বেরোতাম। বিকেলে বেরোতাম, যাতে ফিরতে ফিরতে রাস্তার আলো জ্বলে যায়। সেই আলো দেখে ঠাকুমার কী আনন্দ! আজও সেই ছবিটা চোখে ভাসে।

কলকাতার বাইরে প্রথম পুজো দেখেছিলাম ২০০৩ সালে, যখন প্রথম বেঙ্গালুরুতে এলাম। বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় প্রথম পেলাম প্রবাসী পুজোর স্বাদ। একই জায়গায় সারাদিন সবাইকে দেখা, অঞ্জলি, একসঙ্গে ভোগ খাওয়া, সন্ধ্যার অনুষ্ঠান, রাতে নানা রকম খাবার—পুরো অভিজ্ঞতাটাই ছিল অন্যরকম। আশ্চর্যের বিষয়, সেবার কলকাতাকে খুব একটা মিসও করিনি।

আর আজ, ২০২৬-এ এসে, সেটাই আমার পুজো হয়ে গেছে।

সকাল ছ’টার মধ্যে প্যাণ্ডেলে পৌঁছে পুজোর দেখাশোনা, পুষ্পাঞ্জলি, একটু আড্ডা, দুপুরে সবাই মিলে ভোগ খাওয়া। বিকেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার প্যাণ্ডেলে ফেরা। তারপর সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোট্টা, কখনও তারও বেশি। পরদিন আবার একই রুটিন। এভাবেই পাঁচ-ছয় দিন কেটে যায়, টেরই পাই না।

পুজোর শেষে

তবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পুজোর কোন ব্যাপারটা আজ সত্যিই মিস করি, তাহলে বলব—পুজোর শেষটা।

বিজয়ার দিন বড়দের প্রণাম করে মিষ্টিমুখ, আর তার পরের দিনের সেই বাড়ি-বাড়ি ঘোরার আনন্দ—সেটা আজ আর নেই। মনে আছে, দশমীর পরদিন আমাদের বাড়িতে জ্যাঠা, কাকা, পিসিরা আসতেন ঠাকুমাকে প্রণাম করতে। বাড়িতে যেন আবার একটা ছোটখাটো উৎসব লেগে যেত। তৈরি হতো নারকেলের ছাপা মিষ্টি, ঘুগনি, কেউ আনতেন বাড়িতে বানানো নিমকি। সন্ধ্যায় যেতাম মামার বাড়ি। দিদিমার হাতের সাদা, তুলতুলে মালপোয়া ছিল বিশেষ আকর্ষণ। সেই স্বাদ আর কোথাও পাইনি।

পাড়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়দের প্রণাম করা, মিষ্টি খাওয়া—বিজয়ার আনন্দটা যেন ছড়িয়ে থাকত চারপাশে। এমনকি পুজোর পরদিন প্রাইভেট টিউটরদের বাড়িতে যাওয়াটাও আমরা মিস করতাম না! কোনও স্যার মিষ্টি খাওয়াতেন, কেউ রোল, কেউ বা ফিশ ফ্রাই। সেই আনন্দ ছিল অন্যরকম।

আজকের বিজয়া অনেকটাই আলাদা। দুপুরের মধ্যে বিসর্জন হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে হয়তো দুর্গার নাম লিখলাম। সন্ধ্যায় আবার পুজোর হলে বিজয়া সম্মিলনী। বয়স্কদের প্রণাম হয়, সমবয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি হয়। কিন্তু কোথায় যেন সেই আনন্দটা ফিকে হয়ে গেছে। বরং পুজো শেষের ক্লান্তি আর পরদিন থেকে চেনা রুটিনে ফিরে যাওয়ার মনথারাপটাই বেশি করে চেপে বসে। অবশ্য আমি একটু পেটুক বামুন বলেও হয়তো পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খাওয়াদাওয়ার শেষটা মেনে নিতে পারি না!

####

সময়ের সঙ্গে পুজো বদলেছে, পুজোর চারপাশ বদলেছে, বদলেছে আমার জীবনও। কলকাতার পুজোই বা আর আমার ছোটবেলার মতো আছে কোথায়? সেখানেও আজ কর্পোরেটের ছোঁয়া, থিমের বদল, ভিড়ের বদল, আনন্দের ধরনেও বদল এসেছে।

তবু এই বদলের জন্য আমার কোনও আফসোস নেই। কারণ পুজো শুধু সেই পুরনো স্মৃতির নাম নয়। পুজো মানে অপেক্ষা, একসঙ্গে থাকা, নতুন করে আনন্দ খুঁজে নেওয়া। একসময় আমি ছিলাম পুজোর দর্শক; আজ পুজোরই একজন ছোট্ট অংশীদার। তাই কলকাতা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকেও পুজোকে আমি আর মিস করি না। কিছু অপ্রাপ্তি আছে, কিছু মানুষ নেই, কিছু স্মৃতি আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তার বদলে পুজো আমার জীবনে অন্যভাবে আরও কাছে এসেছে।

সময়ের সঙ্গে পুজো বদলেছে, আমিও বদলেছি। আর বোধহয় সেই বদলে যাওয়ার মধ্যেই আমার পুজোর আসল গল্পটা লুকিয়ে আছে।

তথাগত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাশিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করে বর্তমানে একটি বহুজাতিক ব্যাংকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কর্মরত। দুই দশকের বেশী কর্মজীবনের অধিকাংশই বেঙ্গালুরুতে কেটেছে। বর্তমানে উত্তর বেঙ্গালুরুর অন্যতম বড় দুর্গাপুজো, HCWA সার্বজনীন দুর্গোৎসবের একজন অন্যতম কর্মকর্তা। পেশাগত জীবনের বাইরে বই পড়া ও টুকটাক লেখালিখি নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন।

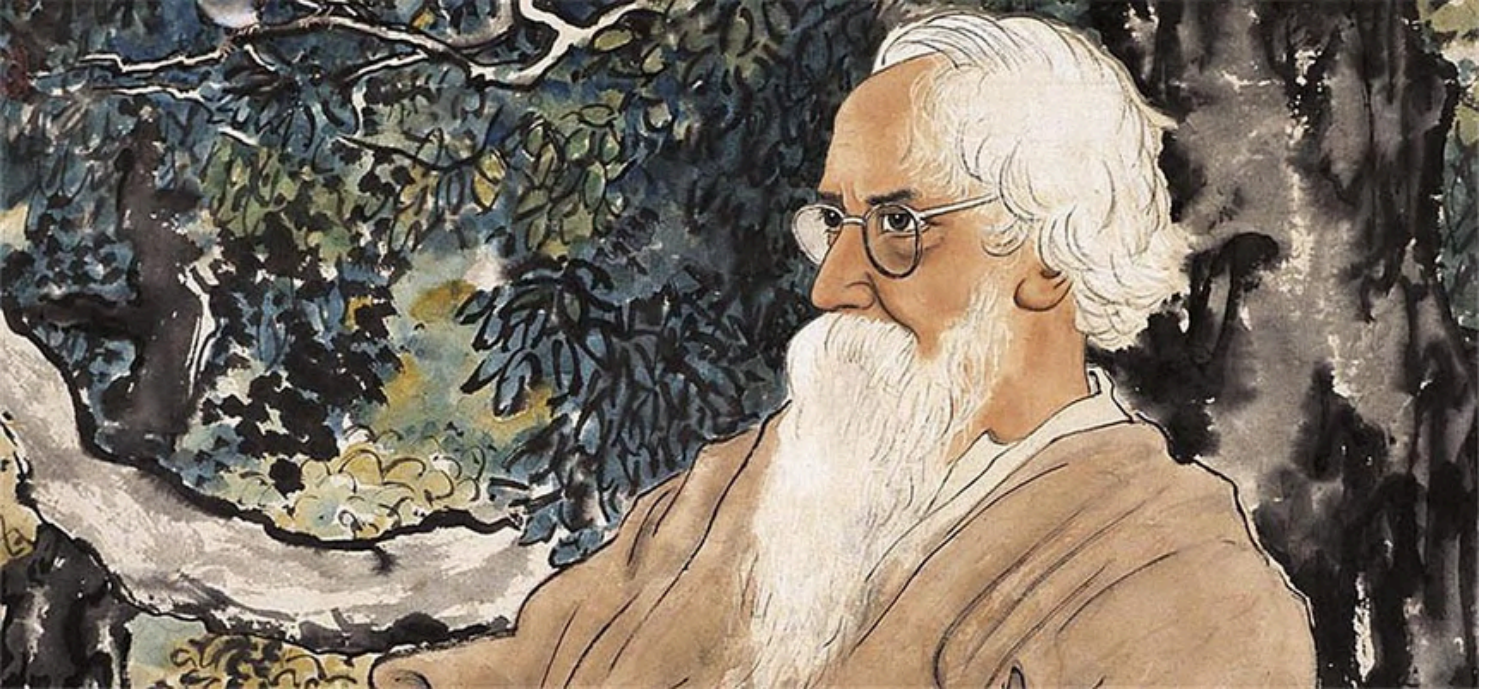
Want your **Bengali events and businesses** in Bangalore to reach more people? **Bong Tales From Bangalore** can help you through our platforms on **YouTube, Facebook, and Instagram**. We promote **Bengali culture, celebrations, and businesses** to an engaged audience. From **event promotions and business features to social media campaigns and collaborations**, we offer effective ways to boost your reach. Whether it's a program, festival, or business, we'll showcase it to the right audience.

Contact us today for promotions and collaborations and make your event or business stand out in **Bangalore's Bengali community!**



@BongTalesFromBangalore
Email: hello@BongTales.in
Phone: 94800 42609





বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আমাদের জীবনপথের এক চিরন্তন পথপ্রদর্শক -ভাস্বতী রামানুজম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল এমন একজন লেখক ও কবি নন, যাঁর কবিতা, গান ও গল্প আমি কেবল বিনোদনের জন্য পড়ি; বরং ছোটবেলা থেকেই তিনি আমার জীবনযাত্রার পথে এক অনুপ্রেরণাদায়ক পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন।

ছোটবেলা থেকেই আমি একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু বাড়িতে বাংলা শেখার ক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি ছিলোনা। আমার বাবা, মা, কাকুরা, পিসিরা সবাই আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন এবং আমাদের পরিবারে সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনের জন্য আমার বাবা, মা, কাকু ও পিসিরা আমাকে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে মঞ্চ-অনুষ্ঠান দেখাতে নিয়ে যেতেন। আবার যখন আমাদের বাড়িতে বিজয়া সন্মিলনী, গৃহপ্রবেশ, জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হতো, তখন আমরা সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতাম ও রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তিও করতাম। সেটা করে আমাদের বাড়ির অনুষ্ঠানগুলো দারুণ আনন্দময় হয়ে উঠতো। সেই আনন্দময় অনুষ্ঠানগুলিই আমার মনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলো।

আমার বাবাও আমাকে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা ও তাঁর ভাবনাকে অনুসরণ করার একটি বিশেষ কারণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া শুধুমাত্র মনোরঞ্জননের জন্য নয়। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি—গান, কবিতা, গল্প কিংবা প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও মানসিকতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। সেই সৃষ্টিগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা শুধু আনন্দই পাই না; জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা লাভ করি। আর সেই শিক্ষা আমাদের মনে নতুন করে অনুপ্রেরণা জাগায়, এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বাড়ায় এবং প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি জোগায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে অনেক শোক, সংগ্রাম ও বিপর্যয় ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে একের পর এক শোক, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা, অসংখ্য প্রতিকূলতা-কিন্তু তবুও কিছুই তাঁকে থামিয়ে দিতে পারেনি। বরং দুঃখ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই তিনি আরও সৃষ্টি করেছেন, আরও গভীরভাবে ভেবেছেন এবং নতুন স্বপ্ন দেখেছেন।

শাস্তিনিকেতন গড়ে তুলতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁকে প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে হয়েছিলো তা সত্ত্বেও, তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা ও সংগ্রামকে মেনে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে আমাদের সবারই দৃঢ়তা ও সাহস দরকার, তা ওনার জীবন থেকেই আমরা শিখেছি।

আমার কর্মজীবনের শুরুতে আমি বেঙ্গালুরুতে একটি চাকরি পেয়েছিলাম এবং কলকাতা থেকে এখানে চলে এসেছিলাম। বেঙ্গালুরুতে আসার সময় আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচুর ক্যাসেট ও বইও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি বেঙ্গালুরুর একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। অফিস থেকে সেই বাড়িতে ফিরে অনেক রাতে কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতাম, কখনও রবীন্দ্ররচনাবলী পড়তাম। সারাদিনের কাজের চাপ, ক্লান্তি আর শহরের ব্যস্ততা পেরিয়ে ওই গান ও বইগুলো আমাকে খুব উৎসাহিত ও প্রাণবন্ত করে তুলতো।



উৎসাহিত ও প্রাণবন্ত করে তুলতো। বেঙ্গালুরুতে এসে এখানে কিছু বাঙালি বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিলো। আমরা সবাই একসঙ্গে জে.সি. রোডে রবীন্দ্র কলাক্ষেত্রে যেতাম। সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠান দেখতাম, গান শুনতাম, কবিতা শুনতাম-এসব মিলিয়ে আমাদের কাছে সেটি ছিল এক বিশেষ আনন্দের অভিজ্ঞতা।

বেঙ্গালুরুতে আমার অনেক অবাঙালি বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানতেন এবং ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁদের কেউই বাংলা পড়তে বা বুঝতে পারতেন না। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতার গভীরতা তাঁদের কাছে সব সময় ভাষার বাধায় আটকে থাকতো। আমরা মাঝে মাঝে গীতবিতান থেকে তাঁদের রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রকবিতার ইংরেজি অনুবাদটা পড়ে শোনাতাম। আমরা তখন দেখতাম যে, ওগুলো শুনে ওঁরাও অনেক আনন্দ ও প্রেরণা পাচ্ছেন। ওঁদের আনন্দ ও প্রেরণা দেখেই আমার তখন মনে হলো-রবীন্দ্রনাথ তো কেবলমাত্র আমাদের বাঙালি কবি নন, উনি হলেন বিশ্বকবি এবং আমাদের জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক। তাই, কেউ বাংলা না বুঝলেও যদি ইংরেজি থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রকবিতা শুনতে এবং পড়তে পারে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের শিক্ষা নিতে পারে, তবে ওরাও আমাদের মতোই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবে।

সেই ভাবনা থেকেই আমি বেঙ্গালুরুতে ইংরেজি-ভিত্তিক একটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি শুরু করেছিলাম, যেটার নাম ছিল- “রবি চর্চা”। আমি এম.জি. রোডের “রঙ্গস্থলা”তে মাসে দু’বার “রবি চর্চা” পরিচালনা করতাম। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে যেসব শিল্পী এবং বক্তারা গভীরভাবে জানতেন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতাম। বাঙালি এবং অবাঙালি-দুই ধরনের শ্রোতাদেরই স্বাগত জানাতাম। আমরা সবাই, যারা “রবি চর্চা”য় অংশগ্রহণ করতাম, সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের নানা ঘটনা ও তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতাম; পাশাপাশি এটাও ভাবতাম যে, জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে সেই শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগানো যায়।

আমাদের দর্শকরা এই আয়োজনগুলো উপভোগ করতেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে প্রচুর দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা পেতেন।



সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং “রবি চর্চা”-র পরিচালনা করে আমিও খুব আনন্দ ও প্রেরণা পেতাম। সেই মুহূর্তগুলিতে আমার মনে হতো, রবীন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি আজও আমাদের হৃদয় ও মন জুড়ে আছেন। জীবনের পথে এগিয়ে যেতে তিনি আজও আমাদের পথপ্রদর্শন করেন।

আজও পিছনে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কখনও শুধুমাত্র সাহিত্যের লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আনন্দের সঙ্গী, দুঃসময়ের আশ্রয়, ব্যর্থতার পরে উঠে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা এবং নতুন করে ভাবতে শেখানোর এক নীরব শিক্ষক।

রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন বিশ্বকবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সবার জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক এক পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রাথমিক ভাষা বাংলা ছিলো, কিন্তু তাঁর অনুভব ছিলো সর্বজনীন। আজও আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনি, তাঁর লেখা পড়ি, এবং জীবনে যখন কোনও কঠিন সময় আসে, তাঁর কাছে ফিরে যাই, তাঁর জীবনকে মনে করে শিক্ষা নিই। আমার জীবনে যখন কোনও বিপর্যয় ও অন্ধকার আসে, তখন মনে হয়, জীবনের নানা ঝড় পেরিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঞ্চিত আলোটুকু আমার হাতে তুলে দিয়ে বলছেন-“পথ কঠিন হতে পারে। কিন্তু থেমে যেও না। নিজের আলো নিয়ে এগিয়ে চলো।” এটাই আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় উপহার।

জীবন যত এগিয়েছে, ততই উপলব্ধি করেছি-রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা মানে শুধু তাঁর গান শোনা, কবিতা পড়া কিংবা তাঁর সাহিত্য উপভোগ করা নয়। তাঁকে ভালোবাসা মানে তাঁর জীবন থেকে শেখা, প্রতিকূলতার মধ্যেও আশাবাদী থাকা এবং নিজের ভিতরের শক্তিকে বিশ্বাস করা। আমাদের জীবনে ব্যর্থতা আসবে, দুঃখ আসবে, কখনও কখনও মনে হবে পথ যেন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি আমাদের মনে করিয়ে দেয়-অন্ধকারের মধ্যেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে নিতে হয়।

আমার বিশ্বাস, আজকের ব্যস্ত ও পরিবর্তনশীল জীবনেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর গান আমাদের মনকে শান্ত করতে পারে, তাঁর কবিতা আমাদের সাহস দিতে পারে, তাঁর গল্প আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখাতে পারে এবং তাঁর জীবন আমাদের প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্ন দেখতে শেখাতে পারে।

তাই রবীন্দ্রনাথকে শুধু পড়ে বা শুনে থেমে না থেকে, তাঁর ভাবনাকে যদি আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে তাঁর সৃষ্টির প্রকৃত মূল্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো।

কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু-আমার জীবন যাত্রায় এই দীর্ঘ পথচলায় রবীন্দ্রনাথ তাই শুধু আমার সঙ্গে থাকা একজন কবি নন; তিনি আমার জীবনের এক চিরন্তন পথপ্রদর্শক। তাইতো আমি চাই যে ওনার শিক্ষা ও পথপ্রদর্শন আমার মতো আরও অনেক মানুষের জীবনকে স্পর্শ করুক, অনুপ্রাণিত করুক এবং আমাদের সবাইকে আরও সাহসী, আশাবাদী ও মানবিক হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুক।

PRESERVING HERITAGE. UNITING COMMUNITIES:

THE JOURNEY OF ABHINANDAN CULTURAL WELFARE TRUST



A HUMBLE BEGINNING: SARASWATI PUJA

The trust's journey officially began in early 2020 with the sacred celebration of Saraswati Puja. Honoring the goddess of knowledge, arts, and wisdom, this maiden event laid the groundwork for everything the organization stands for. The inaugural puja was more than a religious gathering—it was an invocation of learning, youth involvement, and creative expression. Local families, students, and community members gathered to seek blessings, establishing a warm atmosphere of fellowship and cultural continuity.

EXPANDING THE CALENDAR: DURGA, LAXMI AND KALI PUJA

Building on the enthusiasm of its first event, Abhinandan Cultural Welfare Trust gradually expanded its scope to organize major autumn festivals, turning seasonal rituals into grand community events:

Durga Puja: The trust elevated its presence by hosting Sharadotsav, bringing traditional rituals, artistic decorations, cultural performances, and bhog distribution to hundreds of devotees.

Laxmi Puja: Following the grand festivities of Durga Puja, the trust observes Kojagari Laxmi Puja, focusing on prayers for family well-being, peace, and spiritual prosperity.

Kali Puja: Embracing the auspicious night of Diwali, Kali Puja is organized with solemn devotion, dynamic lighting, and community feasts that highlight the strength and protective grace of the Divine Mother.

EXPANDING THE CALENDAR: DURGA, LAXMI AND KALI PUJA

integrates charitable initiatives into every major festival. The organization uses these gatherings as platforms for humanitarian work distributing food with festivity by blending religious tradition with active social service, Abhinandan Cultural Welfare Trust continues to foster community harmony, proving that devotion is most impactful when paired with compassion for others.



এবার আপনাদের পোষ্যদের নিয়ে বিনা
দ্বিধায় ঠাকুর দেখুন ব্যাঙ্গালোরে!

Discover 30+ pet friendly Pujas in the
most trusted Durga Puja Guide of
Bangalore! Plus tons of other
information and discounts! No app
download needed! Get the free guide
at **www.BongTales.co.in**

Brought to you by **Bong Tales** and
Kolkata Sholoana.

ব্যাঙ্গালোরের দুর্গা পূজোর সম্পূর্ণ
গাইডটি বিনামূল্যে পান

www.BongTales.co.in এ!

এবার পুডোতে পড়ুন



Dive into the chaos, charm, and complications of modern connections with Preme Opreme—a collection dedicated entirely to love, romance, and everything in between. Whether you're hopelessly romantic, proudly single, or navigating the rollercoaster of modern relationships, these pieces speak your language.



- 220 GSM, 100% pure cotton
- Unisex oversized.
- Free Domestic Shipping.
- COD Available (For selected regions)
- Pair with denim or cargo
- Buy one for Rs 849, two for Rs 1500

WWW.BONGTALES.IN

আগমনী

অরিন্দম রায়

পাড়ার মেয়ে-বি রা সবাই দল বেঁধে ইছামতীতে ভাসান দেখতে গেছে, পাড়া খালি, অন্যান্য বছর উমা ও যায়, ছেলের হাত ধরে। এবার অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়া ছাড়া গ্রামের মণ্ডপে উমা প্রায় যায়নি বললেই চলে। সেদিন ও ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু মা দুগ্গার পূজোতে না গেলে অকল্যাণ হয়। তাই প্রতিবারের মত লালপাড় শাড়ীটা পড়ে সে অঞ্জলি দিতে গেছিল, একাই। কতদিন যে নতুন শাড়ি কেনা হয়না পূজোতে। উমার তার জন্য আফসোস হয়না। কিন্তু একা যেতে ভালো লাগেনা তার। স্বামী ঢাকী তাই সে কোন বছরই থাকতে পারেনা, প্রথম প্রথম মন খারাপ হত, এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু যবে থেকে গনু জন্মেছে সে তাকে ছাড়া কখনও থাকেনি, একবেলার জন্যও না। তাই এবার যখন গনু বাবার সাথে কাঁসর বাজাতে যাবে বলল, উমা রাজি হয়নি, মায়ের প্রাণ আকুল হয়েছে। সে স্বামীকে বলেছে

- এতটুকু ছেলে চার দিন ধরে কাঁসর বাজিয়ে হাত ব্যাথা করলে?

মহেশ হেসেছে। বলেছে

- আসুক না, কলকাতার পূজো দেখবে।

উমার মন কেঁদেছে। কিন্তু শেষমেষ রাজি হয়েছে।

পূজোর চারদিন যে কিভাবে কেটেছে। তাও ভালো বাড়ির পূজো দশমীর সকালেই বিসর্জন।

আজ উমা নারকেল নাড়ু বানিয়েছে, পালদের বাগানে নারকেলটা পড়েছিল অষ্টমীর দিন, সে তুলে এনেছে, নইলে পূজোগন্ডার দিনে নারকেল এই পাড়াগাঁয়েও সম্ভায় পাওয়া যায় কোথায়?

গনু নারকেল নাড়ু ভালোবাসে। আর একটু খই-মুড়কি। এতদূর থেকে আসবে ওরা, চারদিনের এত খাটুনি। এসে ভাত খাবে। মায়ের হাতের রান্নার অভাব গনু এই কদিন কি অনুভব করেছে? বাবুদের বাড়িতে দুপুরের ভোগে অনেক কিছু হয় উমা শুনেছে।

বেলা প্রায় পড়ে এলো, উমাও খায়নি, অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে চোখ লেগে আসে তার। চটকা ভাঙে যখন চোখের উপর চেনা দুটো খুদে হাতের স্পর্শ পায়।

-এবার ছাড়!

- উঁহ! তোমার জন্য একটা জিনিস আছে।

- ওরে ছাড়।

- এই বার!

- এটা কিরে?

মহেশ হাসে, বলে

- তোমার ছেলে তার বায়নার টাকা আর বখশিস দিয়ে তোমার জন্য কিনেছে।

আনন্দে গণেশের চোখদুটো চকচক করে ওঠে।

- মা জানো কত জন আমাকে বখশিস দিল, দশ টাকা করে!

খুশিতে উমার চোখ ভরে ওঠে।

- কি দরকার ছিল এসবের। এই কদিন কাঁসর বাজিয়ে হাত ধরেনি তো?

উমার গলা জড়িয়ে ধরে মাথা নাড়ে গণেশ।

- পূজোতে সবার মায়েরা নতুন শাড়ি পড়েছিল, মা দুর্গাও। আমার মায়ের না হলে কিভাবে চলবে? কিন্তু পূজো তো শেষ হয়ে গেল। চোখ মোছে উমা,



- কে বলল? পুজো মানে কি জানিস? ঘরে ফেরা। মা দুর্গার ঘরে ফেরা, ঘরের মানুষদের ঘরে ফেরা। আমার তো আজ পুজো। জড়িয়ে ধরে গনেশকে, বুদ্ধের মধ্যে।

বাইরে ইছামতির কাশবন অশ্বিনের বিকেলের হওয়াতে মাথা দোলায়। বিসর্জনের ঢাকের তালের মধ্যে কোথাও যেন আগমনীর সুর ভেসে রয়।

অরিন্দম রায়ের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে।

শিবপুর বি ই কলেজ (বর্তমানে IEST শিবপুর) থেকে Electronics & Telecommunication বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে টেলিকম সেক্টরে কর্মরত।

বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা।

পেশার বাইরে লেখালেখি তে আগ্রহ আছে। কিছু ছোট গল্প কয়েকটি পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছে

ঠাকুর দেখতে গিয়ে পুরস্কার! বেঙ্গালুরুতে প্রথম বার!

আমাদের এই প্রতিযোগিতা গুলোতে অংশগ্রহন করুন আর পুজোর সময় প্রতিদিন পুরস্কার জিতুন!



T&C

1. Only puja sites in the Bong Tales Bangalore Durga Puja Guide are eligible.
2. Selfie/Photo must be taken at the puja venue, not anywhere else.
3. Multiple entries/day allowed, but from different venues. One entry per venue only.
4. In a groupie, only the account that posts it counts as the participant.
5. Contest runs from 16 to 21 October. Entries close 11:59 PM daily.
6. Daily winners announced the next day.
7. Hampers shipped to winners after puja season ends.
8. Public account + follow @BongTalesFromBangalore + tag us and the puja committee + use contest hashtag.
9. Entries must be original, appropriate, and not reused from other contests. No AI generated image!
10. No cash alternative for hampers.
11. Winners must respond within 7 days to claim the prize.
12. Fraudulent entries will be removed and the participant disqualified.
13. Bong Tales may use submitted photos for future promotions.
14. Bong Tales/partners aren't responsible for misuse of photos by anyone.
15. Jury's decision is final. Disputes fall under Bangalore High Court jurisdiction.
16. Bong Tales may modify, extend, or cancel the contest anytime.



তানিশা ঘরামী

শ্রেণী - অষ্টম
বেঙ্গালুরু

সুবিধা

অমিত লস্কর

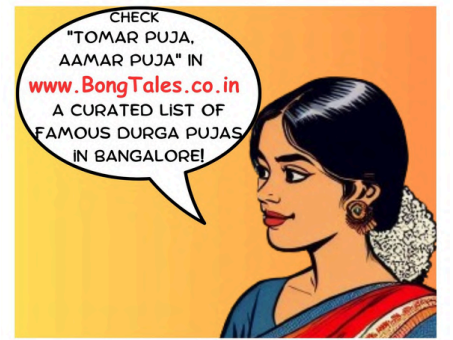
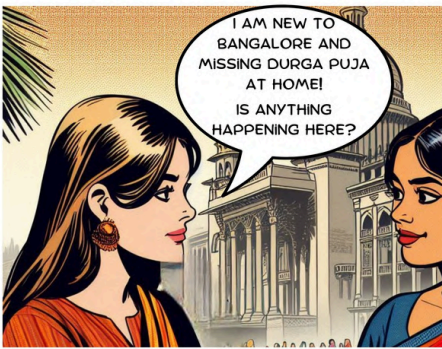
হোয়াইটফিল্ড, বেঙ্গালুরু

সুবিধায় নুইয়ে পড়ে কলম,
গড়ায় না কালি, লাল সংকেতের পাহারায়।
শীতঘুমে আয়েসে আজ, তীক্ষ্ণ শব্দরা,
জীবন অস্পষ্ট, বহু ব্যবহৃত ঘষা আয়নায়।

কাব্য কাহিনীতে, অধুনা জীবনের ব্যথা অধরা,
অথচ অতীতে, বাতাসে শব্দের অগুপ্তি ফোয়ারা।
বিজলী চমকে উদ্বেল হৃদয়, অসময়ে মেঘের গর্জন,
রাজপথে সহস্র পদচিহ্ন, কাব্যের অনুরণন।
পোষ্টারে মুখ দেখাতো কবিতা, ব্যস্ত তুলির দিন,
মঞ্চে উচ্ছল মুখ, শব্দগুচ্ছ গাঁথে মালা, উজ্জ্বল সময় তখন।

মখমলী বিছানায়, অভ্যাসে নিদ্রার অবকাশ,
টালির ঘরে, চাটাই এর সেই রাত, দুঃস্বপ্নের দেশ।
প্রতিবাদী জীবনে, স্পষ্ট সংলাপে, মশক দংশন প্রবল,
শব্দরা বাঁধা থাক না হয়, সযত্ন শেকল।

পুরোনো হয় না প্রবাদ, সুবিধা বড় বালাই,
পরিস্থিতিতে একাগ্র নজর, অস্বস্তির প্রভাব এড়াই।।



এবার পুডোতে পড়ুন



Shop Bong Cazuals by Bong Tales for premium everyday apparel rooted in Bengali culture. Discover comfortable, stylish casual wear, tees, and daily essentials tailored for men and women who wear their heritage with pride. Upgrade your daily wardrobe with high-quality, locally inspired fashion.

- 220 GSM, 100% pure cotton
- Unisex oversized.
- Free Domestic Shipping.
- COD Available (For selected regions)
- Pair with denim or cargo
- Buy one for Rs 849, two for Rs 1500

WWW.BONGTALES.IN



মামা বাড়ির আবদার

হাসিবুর রহমান

সেদিন বৃষ্টি যেন একটু বেশিই পড়ছিল, মা বলল - ভূবন, পুকুর পাড় থেকে একটু শক্ত ঐটেল মাটি নিয়ে আয় তো বাবা। দেওয়ালে ঝোলানো মাথালটা টুক করে পেড়ে নিয়ে বলল - হ্যাঁ মা এক্ষুনি আনছি, বলেই বেরিয়ে গেল। বেশি বৃষ্টি হলে এই এক সমস্যা, টালির চাল থেকে জল চুইয়ে পড়তে থাকে। মাটির মেঝে, জল পড়ে কাদা হয়ে গেলে সমস্যা আরো বাড়ে। মেঝের দু-তিন জায়গার কোথাও একটা ছোট্ট বালতি, কোথাও গামলা আবার কোথাও বড় বাটি পেতে দিয়ে চুইয়ে পড়া জল ধরে দিনের বেলায় সামাল দেওয়া গেলেও রাতে সমস্যা হয়। মাদুর-বিছানা পাতবে কি করে। জলপড়া টালির জয়েন্টগুলোতে একটু শক্ত ঐটেল মাটি লেপে দিলে একটা রাত কোনক্রমে সামাল দেওয়া যায়।

"এই নাও মা" বলে মাটির শক্ত দলা মায়ের হাতে দিয়ে চালের ধারদিয়ে ঝরে পড়া জলে হাত-পা ধুতে ধুতে বলল - "আচ্ছা মা, এই বর্ষায় আমাদের চালটা সারিয়ে নিলে হয়না। যেখানে যেখানে জল পড়ে সেই জায়গার টালি ক-খান বদলে নিলেই তো হয়ে যাবে।" মা হেসে বলে - "সে হবে ক্ষণ, তুই হাত-পা ধুয়ে পড়তে বস দিকি।"

সন্ধ্যা নামতে আরে বেশি দেরি নেই, ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ বৃষ্টির আওয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। গাঁয়ের লোকজন বলে মঙ্গলবারে ঘনঘটা করে বৃষ্টি শুরু হলে নাকি টানা এক সপ্তাহ ছাড়ার নাম করে না। যদিও এসব গ্রাম বাংলায় প্রচলিত কথার কথা। ভূবন সচরাচর মুখের কথার কুসংস্কার খুব একটা আমল দেয়না, তবে বৃষ্টি-বর্ষা নিয়ে প্রচলিত কথা তার মনে কোথায় যেন একটু হলেও ভীতি-শঙ্কা ডেকে আনে। দিনের পর দিন দেখেছে তার মাকে, চালের ফুটো থেকে ঝরে পড়া জলের পাত্র ভরে গেলে, ফেলে আবার পেতে দিয়ে ঘরের এক পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে সারারাত বসে থাকতে। মাটির মেঝের একপাশে কোন রকমে মা তাকে শুইয়ে দিত, যাতে সে ঘুমোতে পারে, সকালে উঠে স্কুল যেতে পারে। ভূবন কাত হয়ে শুয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর মনে মনে ভগবানকে খুব করে বলত বৃষ্টি থামিয়ে দিতে, তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ত বুঝতেই পারতো না।



পাসের বাড়ির মিনতি কাকীমার গলাও কম যায়না, এখনো হাঁসগুলো কেন বাড়ি এলোনা সেটা দেখার জন্য কাকা-কে সমানে বলে যাচ্ছে - "একটু পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখলে কি তোমার পা ক্ষয়ে যাবে?"

কাকাও তেমনি, চিরকাল একটু ঠ্যাটা এবং রসিক টাইপের লোক, সেই যাবে কিন্তু কাকীর থেকে হাজার কথা শোনার পরে। একটা বেতের মোড়ায় বসে চার-ব্যাটারির সন্তোষ রেডিওর স্পিকার প্রায় কানের কাছে নিয়ে গান শোনার চেষ্টা করছে, একেই মেঘলা আবহাওয়া তার উপর ঝামঝামে বৃষ্টি, রেডিও থেকে গানের চেয়ে ফড়ফড় আওয়াজ বেশি আসছে।

-"কি হল, কথা কানে যাচ্ছে না?"

রেডিওর ভল্যুম নবটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে কট করে একটা আওয়াজ বন্ধ হলে, মুচকি হেসে বলল - "কি যে বলো মিনতি, তোমার কথা আমার কান ছাড়ে, আশেপাশের দশবিশটা গাঁয়ের লোকজনের কানেও যাচ্ছে।"

মিনতি কাকীমা উত্তরে কিছু বলতে যাবার আগেই কাকা বলল - "যাই দেখি, হাঁসগুলো বাড়ি না ফিরে কোথাও আবার মজলিস বসিয়েছে কিনা।"

মিনতি কাকীদের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভুবনদের থেকে অনেকাংশেই ভালো, একতলা পাকা বাড়ি, মিটার দিয়ে কারেন্ট নিয়েছে, সাদাকালো চোদ্দ ইঞ্চি টিভিও আছে। এমনিতে মিনতি কাকীমা ভুবনকে খুব ভালোবাসে, বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে বাটি করে দিয়ে পাঠায়।

তবে কাকা'র ছেলেটার মধ্যে বেশ অহংকারী অহংকারী ভাব আছে। বুধবার করে দূরদর্শনে চিত্রহার, শনিবারে সিনেমা, রবিবারে রঙ্গোলী দেখতে আশপাশের বাড়ির সব ছেলেমেয়ে মিনতি কাকীমাদের বাড়িতে ভিড় জমায়। যেদিন কাকা থাকেনা সেদিন সে হয় টিভি বন্ধ করে দেয় বা দরজা লাগিয়ে দেয় যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। সেই কারণে কাকা বাড়িতে না থাকলে ভুবন টেলিভিশন দেখতে যায় না। এমনকি বাকীদের যেতে বারণও করে, বলে - "জানিস তো কাকা না থাকলে তো দেখতে দেবে না, তাহলে অযথা অপমান হতে যাওয়ার কি দরকার।"

উত্তরে কেউ কেউ বলে - "খ্যুর, গরীবের আবার অপমান হয় নাকি"।

হাত-পা ধুয়ে ঘরের ডানদিক করে একটা মাদুর পেতে কুপি'র আলোয় পড়তে বসল। বাড়িতে কারেন্ট নেবার মত ক্ষমতা নেই, তাই কুপি'র আলোতেই পড়ে ভুবন। বাবা বেঁচে থাকতে তার পড়ার জন্য মিনতি কাকীদের বলে কইয়ে বাড়িতে একটা লুজ তারের কানেকশন দিয়ে একটা বাম্ব জ্বলার ব্যবস্থা করেছিল, রাত ত ন'টা পর্যন্ত জ্বলত, মাসে দশ টাকা করে দিতে হত। ভুবনের বাবা চলে যাওয়ার পর মাসে মাসে টাকা দিয়ে আলো জ্বালানোর সামর্থ্য আর নেই, কাকা যদিও বলেছিল টাকা দিতে হবে না কিন্তু ভুবনের মা রাজী হয়নি। লেখাপড়া খুব মন দিয়েই করে ভুবন, গত বার্ষিক পরীক্ষায় স্কুলে দ্বিতীয় হয়েছে, প্রথম যে হয়েছে তার থেকে শুধু মাত্র কমশিক্ষা ছাড়া সমস্ত বিষয়েই বেশি নম্বর পেয়েছে। তার যথেষ্ট কারণ ছিল। স্কুলে কমশিক্ষার পরীক্ষা ছিল যে যত দামি হাতের কাজ দিতে পারে তার নম্বর ততবেশি। ছেলেরা কমবেশি সবাই ঝাঁটা, বুড়ি এই সব কিনে দিত আর মেয়েরা ফুলতোলা রুমাল কিংবা হাতপাখা। সেবার ভুবন নিজ হাতে একটা ছোট্ট বুড়ি বানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা কেনা বুড়ি'র মত অতটা ভালো হয়নি, আর ভালো না হলে সেটার বিক্রয়মূল্য কম তাই তার নম্বরও কম। যদিও এতে ভুবনের কোন আক্ষেপ ছিল না।

কাদার প্রলেপ দেওয়া শেষ হলে, মা পাশে এসে বসে বলল - "পরশু তো রবিবার, তুই আর আমি একবার তোর মামাদের বাড়িতে যাব।" ভুবন অংক কষতে কষতেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মামাবাড়ি পাশের গ্রামে। আগে মামাবাড়ি যাতায়ত ভালোয় ছিল, ভুবনের বাবার অকাল মৃত্যুর পর সেটা অনেকখানি কমে গেছে। এখন মামাবাড়ির দিক থেকে কেউ সেরকম আসেনা বললেই চলে। বড়মামার ছেলে নবীন, ভুবনের এক ক্লাস উপরে পড়ে। এবছর একটা বিষয়ে লেটার মার্কস সহ প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাশ করেছে। রেজাল্টের পর ভুবন গেছিলো শুভেচ্ছা জানাতে, রাস্তায় যেতেযেতে ঠিক করে ABTA র টেস্ট পেপার চেয়ে নেবে। যদিও সে ব্যাপারে মা-কে সে আগে কিছুই জানায়নি, আর জানানোর দরকারই বা কি, আবদার তো মামাবাড়িতেই হয়, এক খান বইয়ের আবদার আর এ এমন কি। সারাদিন থাকার পর বাড়ি ফেরার আগে মামাকে বলল - "মামা, নবীন-দা'র তো মাধ্যমিক হয়েগেল, ওর মাধ্যমিকের টেস্ট পেপারটা আমি নিতাম।"

- "এই তো সবে ক্লাস টেনে উঠলি, তোর মাধ্যমিক পরীক্ষা আসতে তো ম্যালা দেরি, এখন টেস্ট পেপার দিয়ে কি হবে। এই ধর মিষ্টির প্যাকেট, তোর মা কে দিস।" কথাগুলো একটু বিরক্তির স্বরে বলল মামা।

চোখ কেমন যেন বাষ্পে ভরে উঠল, সেটা লুকোতে নীচের দিকে মাথা করে ডানহাত বাড়িয়ে মিষ্টির ছোট্ট প্যাকেট নিয়ে সোজা বাড়ির রাস্তা ধরল। বাড়িতে ফিরতেই মুখজুড়ে মন খারাপের ছাপ মা'র চোখ এড়ালো না, বলল - "কি রে তোর কি হয়েছে? ও বাড়িতে কিছু বলেছে নাকি?"

মা'কে সত্য কথাটা বলার মত সাহস বুকে যোগাতে পারল না, মনেমনে বলল একটা সহজ সত্য বলে মায়ের মন খারাপ করে দেবার থেকে সেই সত্য না বলাই শ্রেয়। কথা পালটে বলল - "নবীন-দা তো এবার উচ্চমাধ্যমিকে অন্য স্কুল চলে যাবে তাই আর রোজ স্কুলে দেখা হবে না বলে মনটা একটু খারাপ।"

সেদিন মামা'র কথায় মনে মনে যত কষ্ট পেয়েছিল তার দ্বিগুণ কষ্ট হয়েছিল তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে। ক্লাসের এক সহপাঠী বন্ধু একটা টেস্ট পেপার দেখিয়ে বলেছিল তোর মামা'র ছেলের টেস্ট পেপারটা কুড়ি টাকা দিয়ে বাবা কিনে দিয়েছে। তোর তো টেস্ট পেপার এখনো কেনা হয়নি, তোর লাগলে যখন ইচ্ছে নিস।

রবিবার ভুবন মায়ের সাথে মামাবাড়ি গিয়ে নবীন-দা'র উচ্চমাধ্যমিকের বই পত্তর নেড়ে ঘেঁটে দেখল, পিওর সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। তবে মা-কেন এসেছে সে কথা ভুবনের জানা ছিল না, মা'কে জিজ্ঞেস করেনি মা নিজেও বলেনি। বেলা গড়িয়ে এলে মামা-মামিকে তাদের বসার ঘরে বলল - "তোমাদের সাথে একটা কথা আছে, কি করে যে বলি, বলতে লজ্জাও লাগছে।"

ভুবন তখন ঘরের সামনের বারান্দায় বসে শুকতারা ম্যাগাজিন পাটা উলতে দেখছিল, সেখান থেকে ঘরের সব কথাই শোনা যাচ্ছে।

মামা বলল - "কি বলবি বল, নিজের দাদা-বৌদিকে বলবি এতে লজ্জা করার কি আছে।"

- "দাদা, এবছর বর্ষা একটু বেশি, টালির ছাদ থেকে জল পড়ে, ক-খান টালি কিনে মেরামতি করতাম, ক'টা টাকার দরকার ছিল। বর্ষার ধান উঠলে শোধ করে দেব।"

"ক'টা টাকা দরকার" কথাটা যেন ক্ষণিকের নীরবতা নিয়ে হাজির হল, মামা-মামি মুক-বধিয়ার ন্যায় একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

মামা নিস্কলতা ভেঙে বলল - "দ্যাখ, তুই তো জানিস নবীন এখন সায়েন্স নিয়ে পড়ছে, ওর পেছনে প্রতি মাসে অনেকটা টাকা খরচ, সেটা জোগাড় করতেই হিমসিম খাচ্ছি, তোকে কোথা থেকে দিয় বলত, কিছু মনে করিস না"

অভাবের সংসার করা বোন তার ছেলেকে নিয়ে কেন তাঁদের বাড়ি এসেছে যে কথা হয়ত তারা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল তারা, উত্তরও হয়ত ভেবেই রেখেছিল।

"না না, কিছু মনে করব কেন, সন্ধ্যা নেমে আসছে বাড়ি যেতে হবে" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায়, ভূবনও মায়ের পিছু নিল।

মায়ের বাষ্পভেজা চোখ, আঁচলের খুঁট দিয়ে অতি সন্তর্পণে তা মুছেফেলা, কোনটায় ভূবনের চোখ এড়ালো না। মায়ের অস্বস্তি না যাতে বাড়ে, তারজন্য এমন ভাব করল যেন সে কিছুই জানতে বুঝতে পারেনি। উল্টে মনে মনে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করতে লাগল, কেন যে সেদিন টালি সারানোর কথা বলতে গেছিল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বলল - "ভূবন, বাবা তুই মাধ্যমিকের পর সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারবি না? দরকার হলে যেটুকু ভিটেমাটি আছে সব তোর পড়ার জন্য বেচে দেব।"

অতিদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এলো - "পারব মা।"



BOUDHAYAN SAHA

Age: 9+ years

Class: 4

Bangalore

SMARANNIK: FROM BENGALURU TO THE NATIONAL STAGE, 14 YEARS OF BENGALI THEATRE EXCELLENCE

Bengaluru: For fourteen years, Smarannik has been accomplishing something few theatre groups in India have managed outside Bengal. It has built a nationally respected cultural institution far from the traditional heartland of Bengali theatre. With 22 invitations to prestigious national and international theatre festivals, more than 50 critical accolades from leading publications, 13 editions of Smarannik theatre festival, and 7 productions presented to Bengaluru audiences, Smarannik has emerged as one of the most distinguished Bengali theatre groups outside West Bengal.

Founded in Bengaluru under the artistic leadership of Sayandeb Bhattacharya, Smarannik was conceived with a clear vision: to preserve, celebrate and enrich the rich legacy of Bengali theatre while creating meaningful artistic experiences for contemporary audiences. What began on 2 June 2012 as an initiative by a group of Bengali theatre enthusiasts in Bengaluru has evolved into a model of artistic excellence, cultural stewardship, and community engagement for Bengali theatre in Bengaluru.

A LEGACY BUILT ON ACHIEVEMENT

The scale of Smarannik's contribution is reflected in an impressive record of accomplishments:

- 7 Productions and Plays
- 2 Audio Plays
- 13 Editions of the Smarannik Theatre Festival
- 48 Productions Showcased Through the Festival
- 10 Theatre Workshops
- 4 Major Theatre Lectures and Masterclasses
- More Than 50 Positive Reviews from Leading Indian Publications
- 22 Invitations to Prestigious National and International Theatre Festivals



These milestones collectively position SmaranniK among the most active and accomplished Bengali theatre groups operating outside West Bengal.

NATIONAL RECOGNITION THROUGH FESTIVAL INVITATIONS

Perhaps the strongest testimony to SmaranniK's artistic standing is the extraordinary recognition it has received from the wider theatre community. The group has been invited 22 times to major theatre festivals across India, including multiple appearances at the International Festival organized by the Government of West Bengal, the Ganga Jamuna International Festival, and the Sayak Theatre Festival. Its productions have also been featured at distinguished events such as the Prachyo International Festival, Kathakriti Theatre Festival, Dumdum International Festival, Samatat Theatre Festival, Theaolitt Festival, and Bengaluru's prestigious Rangashankara Theatre Festival. Repeated invitations to these festivals over more than a decade underscore the consistency, quality, and artistic credibility that have become hallmarks of the theatre group.

A REPERTOIRE OF ACCLAIMED PRODUCTIONS

Under the direction of Sayandeb Bhattacharya, SmaranniK has developed a rich and diverse repertoire that includes five full-length productions and two short plays:

- **Sadichha-r Rangbadal (2012)**
- **Simantini (2013)**
- **Drishtikanya (2014)**
- **Nati Binodini (2015)**
- **Sesh Shringo (2019)**
- **Sayam-er Aalo (2023)**
- **Better Half (2024)**



Among these productions, Nati Binodini attracted widespread critical acclaim for its historical depth and production quality, while Simantini and Sadichha-r Rangbadal were

praised for their direction, characterization, staging, and literary adaptation. Audience have widely recognized Drishtikanya and Sesh Shringo for their artistic merit and memorable execution. Critics have frequently highlighted the group's ability to combine artistic sophistication with powerful acting and engaging storytelling.

MORE THAN FIFTY CRITICAL APPRECIATIONS

Few theatre groups can boast the breadth of recognition earned by SmaranniK. Over the years, its productions have attracted more than fifty reviews and critical appreciations from leading publications including The Times of India, The Hindu, Anandabazar Patrika, Desh, The Telegraph, and The Statesman.

Reviewers have consistently commended the group's strong ensemble performances, thoughtful direction, meticulous production design, technical excellence, and high production standards. Several reviews described SmaranniK's productions as exemplary in both artistic vision and execution, while others observed that the group's work stands comfortably alongside the finest productions emerging from Kolkata's celebrated theatre circuit.

BUILDING A LANDMARK THEATRE FESTIVAL IN BENGALURU

Beyond producing theatre, SmaranniK has made a lasting contribution to Bengaluru's cultural landscape through the SmaranniK Theatre Festival, launched in 2013. Conceived as a platform to bring distinguished theatre productions and artists from across India to Bengaluru, the festival has grown into a significant cultural institution in its own right.



13 Smarannik Theatre Festivals has showcased 48 plays by distinguished theatre groups and artists from across India, creating opportunities for audiences to experience a diverse range of theatrical traditions, styles, and perspectives. Over the years, the festival has welcomed some of India's most celebrated theatre personalities, including Girish Karnad, Soumitra Chattopadhyay, Rudraprasad Sengupta, Arun Mukhopadhyay, Bibhas Chakraborty, Arundhati Nag, Debsankar Halder, Rajatava Dutta, Goutam Halder, Chandan Sen, Shantilal Mukherjee, Anirban Bhattacharya, and Anirban Chakraborty, among many others.

NURTURING THE NEXT GENERATION

SmaranniK's commitment extends well beyond performance. The group has conducted 10 theatre workshops, organized multiple lectures and masterclasses, and produced two audio plays, reflecting its belief that theatre must also serve as a space for learning, mentorship, and artistic development. Leading theatre practitioners such as Debasish Majumdar, Meghnad Bhattacharya, Sima Mukhopadhyay, and Abhishek Majumdar have contributed to this educational mission through specialized sessions and masterclasses. Sayandeb Bhattacharya has further strengthened these efforts through workshops such as Stanislavski and Alternatives, From Script to Stage among many others.

A CONTINUING JOURNEY

Fourteen years after its inception, SmaranniK has evolved from a passionate cultural initiative into a respected theatrical institution. Its achievements represent not merely a record of accomplishments, but a lasting contribution to Bengali theatre's cultural landscape.

As the theatre group moves into its next chapter, its achievements continue to inspire theatre practitioners and audiences alike. More importantly, it continues to prove that Bengali theatre can thrive, evolve, and command national recognition wherever passion, creativity, and perseverance come together.

UPCOMING PERFORMANCES OF SMARANNIK



Date & Time	Play	Venue
31st Oct (Sat) 6:00 PM	BETTER HALF	Sri Krishnadevaraya Kalamandira, Bangalore
29th Nov (Sun) 3:30 PM	SIMANTINI	Rangashankara, Bangalore
29th Nov (Sun) 7:30 PM	SIMANTINI	Rangashankara, Bangalore
3rd Dec (Thu) 6:30 PM	SIMANTINI	Academy of Fine Arts, Kolkata

Smarannik is bringing its much-acclaimed plays directed by Sayandeb Bhattacharya to both Bengaluru and Kolkata. Don't miss this opportunity to experience these celebrated productions live on stage. Book your tickets now by calling **9741408132** or through BookMyShow.

আমার পিসিমা

জবা মুখোপাধ্যায়

আমি যে ঘটনাটি লিখতে চলেছি, এটি একটি সত্য ঘটনা।

আমরা কলকাতার এক জনবহুল এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। আমার বাবা বহুদিন ধরে একটি নিজস্ব বাড়ি কেনার চেষ্টা করছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর টালিগঞ্জে একটি ভালো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। সুন্দর, ছিমছাম দোতলা বাড়ি। একটি শুভদিন দেখে নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ করে আমরা চলে এলাম। সেই সময় টালিগঞ্জে এত জনবসতি ছিল না বর্তমানের মতো। খুব খোলামেলা, গাছগাছালি ভরা। বাড়িগুলো এত ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না। দমবন্ধের পরিবেশ একেবারেই ছিল না এখনকার মতো। এছাড়াও আশেপাশে বড় বড় মাঠ, খেলার জায়গা। সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগল আমাদের সবার পরিবেশটা।

আমাদের এক দূর সম্পর্কের পিসিমা জবলপুরে থাকতেন। বাল্যবিধবা, নিকট আত্মীয় কেউ ছিল না। আমার বাবাই ওই পিসিমার খুব কাছের ছিলেন ছোটবেলায় যৌথ পরিবারে থাকার সুবাদে। পিসিমা বাবাকে খুবই স্নেহ করতেন, আর বাবাও ওই দিদির খুব মান্য করতেন, নিজের দিদির মতো। আমাদের নতুন বাড়ি কেনার খবরে পিসিমা খুব আনন্দ করলেন এবং আসবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে পিসিমাকে আসার জন্য অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় চিঠিপত্র ছাড়া যোগাযোগের মাধ্যম আর কিছু ছিল না সাধারণ লোকের কাছে। এর মধ্যেই আমি নতুন স্কুলে ভর্তি হলাম, অনেক নতুন বন্ধু হল। খুব আনন্দে দিনগুলো কাটতে লাগল।

কিছুদিন পর পিসিমার চিঠি এল, সামনের রবিবার উনি আমাদের বাড়ি আসছেন। আমরা তো আনন্দে আত্মহারা, পিসিমা আসছেন। সেই সময় আমরা কিন্তু বাড়িতে কেউ এলে, আমরা ছোটোরাও খুব খুশি হয়ে যেতাম, যা কিনা আজকের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। এরা নিজেদের নিয়ে নিজেরা এতই ব্যস্ত, অন্য কারও উপস্থিতি পছন্দ করে না। রবিবার সকাল সকাল বাবা স্টেশনে চলে গেলেন পিসিমাকে আনতে। বেলা বারোটো নাগাদ পিসিমাকে সঙ্গে করে বাবা ফিরলেন। পিসিমা তো বাড়ি, বাড়ির আশপাশের পরিবেশ দেখে খুব খুশি।

পিসিমা ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণা। দুবেলা ঘণ্টাখানেক ধরে পূজো করতেন। আমাদের বাড়িতেও পূজোআচার চল ছিল, তাই আমাদের সর্বদা একটা আলাদা করে পূজোর ঘর রাখা হতো। পিসিমা তাই দেখে আরও খুশি হলেন। আমাদের পিসিমার কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তি ছিল, যা তিনি নিজেই ব্যক্ত করলেন। কী সেই অলৌকিক শক্তি?

উনি বললেন, সোমবার আর শুক্রবার ওনার ওপর বাবা মহাদেবের ভর হয়। তবে সব সোমবার/শুক্রবার নয়। মাঝে মাঝে হয়। সেই সময় পিসিমা যেসব কথা বলেন, সেগুলো উনি বলেন না।

বাবা মহাদেব ওনার মধ্যে দিয়ে বলেন।

এই কথা শোনার পর আমরা তো অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লাম, বিশেষ করে আমার বাবা।

এরপর থেকে যখনই সোমবার আর শুক্রবার পিসিমা পূজো করতে বসতেন, আমরা বাড়ির সব লোক ওনার পাশে গিয়ে বসতাম। এই রকমই এক সোমবার সন্ধ্যায় পিসিমা পূজো করতে বসলেন, আমরাও যথারীতি এসে বসলাম। পিসিমা চোখ বুজে একমনে পূজো করে চলেছেন, আমাদের সকলের চোখ পিসিমার মুখের দিকে। হঠাৎ দেখলাম, পিসিমা হাসতে লাগলেন আর খুব জোরে জোরে দুলতে লাগলেন। আমরা নড়েচড়ে বসলাম। এরপর পিসিমা বলতে লাগলেন, "এত করে ডাকলি, আমি কি না এসে পারি?"

আমার বাবা তো সেই কথা শুনে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগলেন। আমাদেরও বলতে লাগলেন, সবাই বাবা (পিসিমারূপে মহাদেব)-কে প্রণাম কর।



এরপর থেকে মাঝে মাঝেই এরকম চলতে লাগল। পিসিমা এমন এমন কথা বলতেন, সত্যিই বিস্ময়কর। যেমন, আমার দিদি খুব মা কালীর ভক্ত। অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিল কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখার, কিন্তু যখনই গিয়ে পৌঁছয়, হয় আরতি হয়ে গেছে, নয় অনেক পরে হবে। এই কথা কিন্তু কেউ জানত না। দিদি কাউকে কিছুই বলেনি। পিসিমা ওই ভর হওয়া অবস্থায় বললেন, "তুই মায়ের আরতি দেখতে চাস? ঠিক সন্ধ্যা সাতটার সময় মন্দিরে গেলেই দেখতে পাবি।" দিদি তো এই কথা শুনে কেঁদে ফেলল আর বলতে লাগল, "উনি কী করে জানলেন এই কথা?" এরকম আরও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চলতে লাগল।

এরপর একদিন ভর হওয়া অবস্থায় বললেন, "কাল আমি তোদের বাড়ি আসব ভিখারির বেশে।" ব্যস, সেই শুনে তো আমার বাবার ঘুমই উড়ে গেল। সারা বাড়ি মাথায় তুললেন। চিৎকার করতে লাগলেন, "কাল বাবা মহাদেব আমাদের বাড়ি আসবেন।" পিসিমা তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এইসব দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। পরদিন সকাল থেকে আমাদের বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাবা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘণ্টাখানেক বাদে প্রচুর বাজার করে নিয়ে ফিরলেন। ফল, মিষ্টি, আনাজপাতি—পুরো বাজারই মনে হয় তুলে নিয়ে চলে এসেছেন। বাবা মহাদেব আসবেন বলে কথা। বাবা মাকে নির্দেশ দিলেন ভালো ভালো সব রান্না করতে। বাড়ির বাকি সদস্যদের বলা হল পুরো বাড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। আর আমাদের ওপর দায়িত্ব পড়ল সকাল থেকে বাড়ির সদর দরজায় পাহারা দেওয়া, যাতে কোনও ভিখারি ফিরে না যায়। ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো হল বাবার নির্দেশমতো। মাটিতে সুন্দর করে আসন পাতা হয়েছে। পাশে প্রদীপ রাখা। বাবা কিছু ফুল, বেলপাতাও এনে রেখেছেন। সেদিন কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার হল। প্রতিদিন কম করেও ৬/৭ জন করে ভিখারি আসত, সেই দিন কোনও ভিখারির দেখা নেই। আমাদের ছোটোদের তো করুণ অবস্থা, সদর দরজা ছেড়ে আসবার উপায় নেই। বাবা আবার ধমক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, কোনও ভিখারির দেখা নেই। রাস্তা শুনশান। সূর্য অস্ত যাওয়ার মুখে। একটি লোক, পরনে ছেঁড়া শার্ট, ছেঁড়া ধুতি। মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় উসকোখুসকো চুল। হাতে একটি বড় বেলকাঠ। আমাদের এসে বলল, "একটু ভিক্ষা দেবেন?"

এটা আমার চাক্ষুষ দেখা ঘটনা, একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

বাবা সামনের ঘরেই ছিলেন, কথাটা বোধহয় কানে গিয়েছিল। এক ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এইবারে লোকটির কাছে গিয়ে প্রায় পাঁজাকোলা করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে, আসন যেখানে পাতা ছিল, সেখানে বসিয়ে দিলেন বাবা। পাশের প্রদীপও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। লোকটির মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, খুবই ভয়াব্যাচ্যাকা খেয়ে গেছে এই সব সাজানো আসন, প্রদীপ দেখে এবং সর্বোপরি বাবার আপ্যায়ন দেখে। তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, আর এক বিস্ময় চোখের সামনে দেখে তার চোখ দুটো মনে হল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

মা ঘরে ঢুকলেন, হাতে থালা ভর্তি গরম গরম ফুলকো লুচি, সঙ্গে দু-তিন পদ তরকারি, হালুয়া, পায়েস, ৪/৫ রকম মিষ্টি, তার সঙ্গে ৫/৬ রকম ফল।

লোকটি মনে হয় খুব ক্ষুধার্ত ছিল। খাবারগুলো সামনে দেখে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেও, বাবা যখন বললেন, "এইবারে একটু জলযোগ করে নিন," সে বাঁপিয়ে পড়ল প্রায় খাবারগুলোর ওপরে। এক নিঃশ্বাসে সব খাবারগুলোই চটেপুটে খেয়ে একটা তৃপ্তির হাসি হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে।

এরপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল। যাবার সময় বাবা ওই লোকটির হাতে কিছু টাকাও দিয়ে দিলেন। কোনও কিছুই কমতি রাখতে চাইছিলেন না বাবা, যদি বাবা মহাদেব রুষ্ট হন।

তবে এটাও ঘটনা, ওই ভিখারিকে আর কোথাও, কোনওদিন দেখা যায়নি। বাকি অন্য ভিখারিরা নিয়মিত আসত, কিন্তু এই লোকটির দেখা মেলেনি।

আজও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত—সেদিনের সেই ভিখারির বেশে কি সত্যিই বাবা মহাদেব দুয়ারে এসেছিলেন, নাকি সে ছিল আমাদের বিশ্বাস ও মনের এক ভ্রম? উত্তর আজও অজানা।

যাওয়ার আগে!

আমাদের এই ডিজিটাল পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা এখানেই শেষ হলো!

ধন্যবাদ জানাই সবাইকে যারা তাদের লেখা আর ছবি পাঠিয়ে আমাদের পত্রিকা কে সমৃদ্ধ করেছেন!

এটিকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিন!

ব্যাঙ্গালোরের প্রবাসী বাঙালিদের কথা, বাঙালি অনুষ্ঠান বা বাঙালিদের ব্যবসাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও বাংলা শিল্প, সাহিত্য, নাটক, সিনেমাকে প্রচার করার জন্য "Bong Tales From Bangalore" বন্ধপরিচর!

তাই আমাদের ইউটুব চ্যানেলে , ফেসবুক পেজে , ইনস্টাগ্রাম পেজে আর ওয়েবসাইটে বাংলা কন্টেন্ট নিয়মিত নিয়ে আসি আমরা! তার সাথেই এবার থেকে আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করব এই পত্রিকা!

কেমন লাগলো আমাদের এই প্রয়াস সেটা আমাদের মেইল করে বা ইনস্টাগ্রামে DM করে জানাতে পারেন!

That's a wrap on this edition of our digital magazine!

A big thank you to everyone who contributed their articles and photos to make this magazine possible!

Please share it with everyone in your community!

"Bong Tales From Bangalore" is committed to connecting the Bengali community here in Bangalore, sharing stories about our fellow Bengalis, promoting Bengali events and businesses, and celebrating our rich culture through art, literature, theater, and films.

We're already active on YouTube, Facebook, Instagram, and our website with regular Bengali content. Now, we're adding this magazine to the mix!

Let us know what you think about this new initiative — drop us an email or send us a message on Instagram with your feedback!

Team- Bong Tales From Bangalore
September 29th, 2026



@BongTalesFromBangalore

www.BongTales.co.in